প্রজ্ঞা পুস্তক

ধর্মনীতি জীবনের উৎস

১ তোমরা, পৃথিবীতে শাসনকর্তা যারা, ধর্মনীতি ভালবাস,
প্রভুর সম্বন্ধে সুচিন্তা পোষণ কর,
সরল অন্তরে তাঁর অন্বেষণ কর।

২ যারা তাঁকে যাচাই করে না,
তাদেরই দ্বারা তিনি নিজেকে অনুসন্ধান পেতে দেন ;
যারা তাঁকে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে না,
তাদেরই কাছে তিনি দেখা দেন।
৩ কুটিল চিন্তা মানুষকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় ;
তাকে যাচাই করলে সর্বশক্তি নির্বোধকে দূর করে দেয়।
৪ প্রজ্ঞা অপকর্মার প্রাণে কখনও প্রবেশ করবে না,
পাপের অধীন দেহের মধ্যেও কখনও বসতি করবে না,
৫ কারণ উদ্বোধক সেই পবিত্র আত্মা ছলনা থেকে নিজেকে দূরে রাখেন,
অবোধ কথন থেকেও দূরে থাকেন,
অন্যায়-অধর্ম দেখা দিলেই তিনি সঙ্কুচিত হয়ে পড়েন।
৬ প্রজ্ঞা এমন আত্মা, মানুষের প্রতি বন্ধুসুলভ যার ভাব,
কিন্তু নিজের ওষ্ঠে যে ঈশ্বরনিন্দা করে, প্রজ্ঞা তাকে রেহাই দেবে না,
কেননা ঈশ্বর মানুষের ভাবগতির প্রত্যক্ষ সাক্ষী,
তার হৃদয়ের সূক্ষ্মদর্শী,
তার সমস্ত কথার শ্রোতা।
৭ বস্তুত বিশ্বজগৎ প্রভুর আত্মায় পরিপূর্ণ,
সেই আত্মা সমস্ত কিছু একতাবদ্ধ রাখেন, উচ্চারিত সমস্ত কথা জানেন।

৮ এজন্য যে কেউ অন্যায় কথা বলে, সে তাঁর অগোচর হবে না,
প্রতিফলদাতা সেই ন্যায্যতা তাকে রেহাই দেবে না।
৯ হ্যাঁ, ভক্তিহীনের সঙ্কল্প সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষিত হবে,
তার সমস্ত কথা প্রভুর কান পর্যন্ত পৌঁছবে,
তখন তার সমস্ত অন্যায়ের দণ্ড হবে।

১০ সূক্ষ্মতম এমন এক কান আছে, যা সবকিছুই শোনে,
বিড়বিড়ানির মর্মরধ্বনিও তার অশ্রুত থাকে না।
১১ তাই তোমরা অসার বিড়বিড়ানি বিষয়ে সতর্ক থাক,
পরনিন্দা থেকে জিহ্বা বিরত রাখ,

কারণ গোপনে উচ্চারিত একটা কথাও নিষ্ফল হবে না,
এবং মিথ্যাবাদী মুখ প্রাণের মৃত্যু ঘটায়।

[১২] তোমাদের জীবনের ভুলভ্রান্তিতে মৃত্যুকে উত্তেজিত করো না,
তোমাদের হাতের কর্মে নিজেদের উপরে বিনাশ ডেকে এনো না,
[১৩] কেননা ঈশ্বর মৃত্যুকে গড়েননি,
জীবিতদের বিনাশেও তিনি প্রীত নন।
[১৪] আসলে তিনি জীবনকেই উদ্দেশ্য করে সবকিছু সৃষ্টি করলেন।
পৃথিবীর যত প্রাণী, সবই তো সুস্থ;
তাদের মধ্যে নেই মৃত্যুর বিষ,
পৃথিবীর উপরে পাতালেরও রাজত্ব নেই,
[১৫] কেননা ধর্মময়তা অমর।

ভক্তিহীনদের চিন্তাধারা

[১৬] কিন্তু ভক্তিহীনেরা তাদের কথা-কর্মে নিজেদের উপরে মৃত্যুকে ডাকে,
তাকে বন্ধু মনে করে তারা তার জন্য নিজেদের উজাড় করে দেয়,
তার সঙ্গে তারা চুক্তি করে, তারা যে তারই অধিকার হবার যোগ্য!

২ [১] অসার যুক্তি করে তারা নিজেদের মধ্যে বলে:
'আমাদের জীবন অল্পকালব্যাপী ও দুঃখে ভরা,
মানুষ মরলে আর প্রতিকার নেই,
এবং আমাদের জানা মতে, পাতাল থেকে ফিরে এসেছে এমন কেউ নেই।
[২] দৈবাৎ আমাদের জন্ম হল,
তারপর আমাদের অবস্থা এমনই হবে, আমরা ঠিক যেন কখনও হইনি।
আমাদের নাসিকার ফুৎকার ধূমমাত্র,
চেতনা আমাদের হৃৎকম্পনের স্ফুলিঙ্গমাত্র।
[৩] তা একবার নিভে গেলে দেহ ছাই হবে,
আর আত্মা লঘুভার হাওয়ার মত মিলিয়ে যাবে।
[৪] সময় কাটতে কাটতে আমাদের নাম বিস্মৃত হবে,
আমাদের কর্ম কারও স্মরণে থাকবে না।
আমাদের জীবন মেঘের পদচিহ্নের মত কেটে যাবে;
তার অবসান হবে এমন কুয়াশার মত,
যা সূর্যের রশ্মি দ্বারা বিতাড়িত,
যা তার তাপে বিগলিত।
[৫] আমাদের জীবনকাল ছায়ার গমনের মত,
আমাদের পরিণামের প্রত্যাগমন নেই,

কেননা সীল মারা হয়েছে, আর কেউই ফেরে না।

৬ তবে এসো, বর্তমান মঙ্গল ভোগ করি,
যৌবনের তেজের সঙ্গে সৃষ্টবস্তু ব্যবহার করি!
৭ উৎকৃষ্ট আঙুররস ও সুগন্ধিতে পরিতৃপ্ত হই,
আমাদের হাত থেকে যেতে না দিই বসন্তকালীন ফুল।
৮ বরং গোলাপকুঁড়ি ম্লান হওয়ার আগে, এসো, তাতে নিজেদের ভূষিত করি;
৯ কোন মাঠে যেন আমাদের উচ্ছৃঙ্খলতা অনুপস্থিত না হয়,
সর্বস্থানে রেখে যাই আমাদের ফুর্তির চিহ্ন,
কেননা এ আমাদের নিয়তি, এ আমাদের ভাগ্য।

১০ এসো, যে ধার্মিক গরিব, তাকে অত্যাচার করি,
বিধবারা যেন আমাদের হাত থেকে রেহাই না পায়,
দীর্ঘায়ু ও পাকা চুলের প্রাচীন মানুষ, তার প্রতিও কিসের সম্মান!
১১ আমাদের শক্তিই হোক ন্যায্যতার মানদণ্ড,
কারণ দুর্বলতা নিজেই নিজের নিষ্ফলতার সাক্ষী।
১২ এসো, ধার্মিকের জন্য ফাঁদ পেতে থাকি, কারণ সে আমাদের বিরক্ত করে,
সে আমাদের কাজের বিরোধী;
বিধানের বিরুদ্ধে আমাদের পাপের জন্য সে আমাদের ভর্ৎসনা করে,
আর আমাদের বাল্যকালের মূল্যবোধের বিরুদ্ধে পাপের বিষয়ে
আমাদের অভিযুক্ত করে।
১৩ তার দাবি, সে ঈশ্বরজ্ঞানের অধিকারী,
নিজেকে প্রভুর সন্তান বলে ডাকে।
১৪ আমাদের পক্ষে সে হয়ে উঠেছে আমাদের ভাবগতির নিন্দাস্বরূপ,
শুধু তাকে দেখলেও আমাদের অসহ্য লাগে;
১৫ কারণ তার জীবনাচরণ অন্যদের চেয়ে অন্যরকম,
তার সমস্ত পথও সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।
১৬ তার ধারণায় আমরা জাল টাকার মত,
আমাদের যত পথ আবর্জনার মতই সে এড়িয়ে চলে;
সে প্রচার করে বেড়ায়, ধার্মিকদের শেষ পরিণাম সুখ,
বড়াই করে বলে, ঈশ্বর নিজেই তার পিতা।
১৭ এসো, দেখি তার এই সমস্ত কথা সত্য কিনা,
তাকে যাচাই করে দেখি, শেষে তার কেমন দশা হবে;
১৮ কেননা ধার্মিক মানুষ যদি ঈশ্বরের সন্তান,
তবে তিনি তাকে সাহায্য করবেন,
তার বিরোধীদের হাত থেকে তাকে নিস্তার করবেন।

[১৯] এসো, লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন দ্বারা তাকে যাচাই করি,
যাতে তার কোমলতা জানতে পারি,
তার সহিষ্ণুতাও যেন পরীক্ষা করতে পারি।
[২০] এসো, অপমানজনক মৃত্যুতে তাকে দন্ডিত করি,
সে নিজেই তো দাবি করছে, তার উদ্ধার হবেই।'

ভক্তিহীনদের ভুল-ধারণা

[২১] এ ওদের ধারণা, কিন্তু ওরা নিজেদের ভোলায়;
যেহেতু ওদের শঠতা ওদের অন্ধ করে ফেলেছে।
[২২] না, ওরা ঈশ্বরের রহস্যগুলি জানে না,
পুণ্যাচরণের মজুরিতে ওরা কোন প্রত্যাশা রাখে না,
ত্রুটিহীন প্রাণের যে পুরস্কার, তাতেও ওদের কোন বিশ্বাস নেই।
[২৩] বরং ঈশ্বর মানুষকে অমরত্বের উদ্দেশেই সৃষ্টি করেছেন,
তাঁর আপন স্বরূপের প্রতিমূর্তিতেই তাকে গড়েছেন।
[২৪] কিন্তু শয়তানের হিংসার ফলেই মৃত্যু জগতে প্রবেশ করেছে;
যারা শয়তানের পক্ষের মানুষ, তারাই মৃত্যুর অভিজ্ঞতা করে।

ধার্মিকদের ভাগ্য ও ভক্তিহীনদের ভাগ্য

৩ কিন্তু ধার্মিকদের প্রাণ ঈশ্বরেরই হাতে,
কোন যন্ত্রণা তাদের স্পর্শ করবে না।
[২] নির্বোধের দৃষ্টিতে দেখা দিয়েছিল তারা মৃত যেন,
তাদের শেষ যাত্রা দুর্ঘটনা বলে গণ্য হল;
[৩] আমাদের কাছ থেকে তাদের প্রস্থান বিনাশ বলে গণ্য হল,
অথচ তারা শান্তিতেই বিরাজ করে।
[৪] যদিও মানুষের দৃষ্টিতে তারা শাস্তি ভোগ করে,
তবুও তাদের আশা অমরত্বেই পরিপূর্ণ।
[৫] সামান্য দন্ডের বিনিময়ে মহান হবে তাদের আশিস,
কারণ ঈশ্বর পরীক্ষা করে দেখলেন,
তাঁর নিজের সঙ্গে থাকবার তারা যোগ্য,
[৬] হাপরে সোনার মতই তাদের তিনি যাচাই করলেন,
যোগ্য আহুতিবলি রূপেই তাদের গ্রহণ করলেন।
[৭] ঐশপরিদর্শনের সেই দিনে তারা দীপ্তিমান হয়ে উঠবে,
খড়ের মধ্যকার স্ফুলিঙ্গই যেন তারা ছুটাছুটি করবে।
[৮] তারা বিজাতীয়দের বিচার করবে, জাতিসকলের উপর প্রভুত্ব করবে,
তাদের উপর প্রভু রাজত্ব করবেন চিরকাল ধরে।
[৯] যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করবে,

যারা বিশ্বস্ত, তারা তাঁর সঙ্গে ভালবাসায়ই জীবন যাপন করবে,
কারণ তাঁর মনোনীতদের জন্য অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত আছে।

[১০] কিন্তু ভক্তিহীনেরা তাদের ভাবনার জন্য শাস্তি পাবে,
কারণ তারা ধার্মিককে তুচ্ছ করেছে, প্রভুকে ত্যাগ করেছে।
[১১] হ্যাঁ, দুর্ভাগাই তারা, যারা প্রজ্ঞা ও শাসন অবজ্ঞা করে,
তাদের প্রত্যাশা শূন্য, তাদের পরিশ্রম বৃথা,
তাদের যত কর্ম ফলহীন।
[১২] তাদের বধূরা নির্বোধ,
তাদের সন্তানেরা ধূর্ত,
তাদের বংশধরেরা অভিশপ্ত।

ভক্তিহীন সন্তানের মাতা হওয়ার চেয়ে বন্ধ্যা হওয়াই শ্রেয়

[১৩] সুখী সেই বন্ধ্যা, যার কলুষ হয়নি,
পাপময় শয্যা যে জানেনি ;
প্রাণদের পরিদর্শনের সেই দিনে সে তার আপন ফল পাবে।
[১৪] সুখী সেই নংপুরুষ, যার হাত অপকর্ম করেনি,
প্রভুর বিরুদ্ধে অসন্তোষ যার অন্তরে স্থান পায়নি ;
তার বিশ্বস্ততার জন্য সে বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র হবে,
প্রভুর মন্দিরে তার থাকবে অধিক আকাঙ্ক্ষণীয় অংশের অধিকার।
[১৫] কেননা সৎকর্মের ফল গৌরবময়,
অক্ষয়ই সদ্বিবেচনার মূল!
[১৬] ব্যভিচারীদের সন্তানেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হবে না,
অবৈধ মিলনের বংশ নিশ্চিহ্ন হবে।
[১৭] দীর্ঘায়ু হলেও তারা শূন্যতা বলে গণ্য হবে,
শেষে তাদের বার্ধক্য হবে সম্মান-রহিত।
[১৮] আর যদিও আগে আগে তাদের মৃত্যু হয়, তাদের কোন আশা থাকবে না,
বিচারের দিনে সান্ত্বনাও তাদের থাকবে না,
[১৯] কারণ অপকর্মাদের বংশের শেষ পরিণাম ভয়ঙ্কর!

৪ বরং নিঃসন্তান হয়েও সদ্‌গুণের অধিকারী হওয়া শ্রেয়,
কেননা সদ্‌গুণের স্মৃতি অমরত্বে প্রসারিত,
যেহেতু ঈশ্বর ও মানুষ দ্বারাও সদ্‌গুণ স্বীকৃত।
[২] উপস্থিত হলে তা অনুকরণ করা হয়,
অনুপস্থিত হলে তা আকাঙ্ক্ষিত ;
মাল্যভূষিত হয়ে তা চিরকাল ধরে জয়যাত্রা করে,

কারণ কলঙ্কমুক্ত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হল।
[৩] কিন্তু ভক্তিহীনদের বংশ বহুসংখ্যক হয়েও নিষ্ফল হবে,
জারজ মূল থেকে উৎপন্ন হয়ে তাদের শিকড় কখনও গভীর হবে না,
অটল ভিত্তির উপরেও স্থিতমূল হতে পারবে না।
[৪] যদিও কিছুকালের মত তার শাখা পুষ্পিত হয়,
তবু তেমন ক্ষণিকের অঙ্কুর বাতাসে আলোড়িত হবে,
ঝড়ঝঞ্ঝার তীব্র আঘাতে উৎপাটিত হবে।
[৫] তখনও-নরম সেই শাখা ছিন্ন হবে,
তাদের ফল বৃথা হবে, খাবারের মত পরিপক্ক নয়;
কোন কাজেই লাগবে না।
[৬] কেননা অবৈধ শয্যায় সঞ্জাত সন্তানেরা
বিচারের দিনে তাদের পিতামাতার অপকর্মের সাক্ষী হবে।

ধার্মিকের অকাল মৃত্যু

[৭] অকালে মৃত্যুবরণ করলেও ধার্মিক বিশ্রাম পাবে।
[৮] সম্মানপূর্ণ বার্ধক্য, তা তো দীর্ঘায়ুর নামান্তর নয়,
বছরগুলির সংখ্যাও তার মাপকাঠি নয়;
[৯] সদ্বিবেচনা, আসলে এ পাকা চুল
নিষ্কলঙ্ক জীবন, এ তো প্রকৃত পরমায়ু।
[১০] ঈশ্বরের অনুগৃহীত হয়ে সে তাঁর ভালবাসার পাত্র হল,
পাপীদের মধ্যে জীবনযাপন করল বিধায় সে অন্যত্র স্থানান্তরিত হল।
[১১] তাকে তুলে নেওয়া হল,
পাছে শঠতার দরুন তার মতিগতির পরিবর্তন হয়,
পাছে ছলনার দরুন তার প্রাণের পথভ্রান্তি ঘটে;
[১২] কেননা রিপুর আকর্ষণ মঙ্গলকে অন্ধকারময় করে,
কামনা-বাসনার ঘূর্ণিঝড় সরল মনকে বিকৃত করে।
[১৩] অল্পকালের মধ্যে সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠে
সে দীর্ঘ জীবনের পূর্ণতা লাভ করেছে।
[১৪] তার প্রাণ প্রভুর গ্রহণীয় হল,
তাই তিনি তার আশেপাশের ধূর্ততা থেকে তাকে শীঘ্রই তুলে নিলেন।
লোকে তা দেখে, অথচ বুঝতে অক্ষম,
তারা এবিষয় উপলব্ধি করতে অক্ষম যে,
[১৫] অনুগ্রহ ও দয়া তাঁর মনোনীতদের প্রাপ্য,
সহায়তা তাঁর পুণ্যজনদের ভাগ্য।
[১৬] মৃত ধার্মিকজন এখনও-জীবিত ভক্তিহীনদের দোষী বলে সাব্যস্ত করে;

অল্প কালের মধ্যে সিদ্ধতার নাগাল পেয়েছে, এমন যৌবনকাল
অধার্মিকের দীর্ঘ বার্ধক্যকে দোষী বলে সাব্যস্ত করে।
[১৭] লোকে প্রজ্ঞাবানের শেষ পরিণতি দেখতে পাবে,
তবু তার জন্য ঈশ্বর যা স্থির করেছেন, তারা তা বুঝতে পারবে না,
এও বুঝতে পারবে না, কোন্ উদ্দেশ্যে প্রভু তাকে নিরাপদে রেখেছেন।
[১৮] তারা দেখতে পাবে, তারা অবজ্ঞাও করবে,
কিন্তু প্রভু তাদের উপহাস করবেন।
[১৯] শেষে তারা এমন লাশে পরিণত হবে, যার সম্মানটুকুও নেই,
মৃতদের মধ্যে যা চির বিদ্রূপের বস্তু;
কারণ ঈশ্বর নির্বাক্-ই তাদের সরাসরি নিক্ষেপ করবেন,
আমূলে তাদের ভেঙে ফেলবেন;
তখন তারা সম্পূর্ণই বিনষ্ট হবে,
দুঃখযন্ত্রণার মধ্যে স্থান পাবে,
তাদের স্মৃতিও লুপ্ত হবে।

বিচার মঞ্চে ভক্তিহীনেরা

[২০] তাদের পাপ-হিসাবের দিনে তারা কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে আসবে;
তাদের নিজেদের শঠতাই উঠে দাঁড়িয়ে তাদের অভিযুক্ত করবে।
৫ [১] তখন ধার্মিকজন মহা সৎসাহসের সঙ্গে তাদেরই সামনে দাঁড়াবে,
যারা তাকে অত্যাচার করল,
যারা তার সমস্ত লাঞ্ছনা হেয়জ্ঞান করল।
[২] তাকে দেখে এরা ভীষণ ভয়ে অভিভূত হবে,
তার অপ্রত্যাশিত পরিত্রাণ লাভে অবাক হয়ে পড়বে।
[৩] তখন অনুতপ্ত হয়ে তারা নিপীড়িত আত্মায়
হাহাকার ক'রে পরস্পরের মধ্যে বলবে:
[৪] 'এই যে সেই লোক, যাকে আমরা একসময় উপহাস করতাম,
নির্বোধ হয়ে যাকে আমাদের বিদ্রূপের লক্ষ্যবস্তু করতাম;
আমরা তার জীবন ক্ষিপ্ততাই বলে গণ্য করতাম,
তার পরিণাম সম্মান-বিহীন যেনই গণনা করতাম।
[৫] এখন সে কেমন করে ঈশ্বরের সন্তানদের মধ্যে পরিগণিত?
কেমন করেই বা পবিত্রজনদের নিয়তির সহভাগী?
[৬] তবে আমরা সত্য পথ ছেড়ে ভ্রষ্টই হয়েছি,
ধর্মময়তার আলো উদ্ভাসিত হয়নি আমাদের উপর,
আমাদের উপরে সূর্যও কখনও উদিত হয়নি।
[৭] আমরা অধর্ম ও বিনাশ পথে তৃপ্তি পেয়েছি,

অগম্য মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়েই হেঁটে বেড়িয়েছি,
কিন্তু প্রভুর পথ যে জানতে পারলাম না!
৮ আমাদের তত দর্পে আমাদের কী লাভ হয়েছে?
আমাদের ঐশ্বর্য ও স্পর্ধা আমাদের কী ফল দিয়েছে?
৯ এসব কিছু ছায়ার মত কেটে গেছে,
দ্রুতগামী সংবাদের মত অতীত হয়েছে,
১০ হ্যাঁ, তা এমন তরণির মত চলে গেছে,
যা উত্তাল তরঙ্গের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়,
যার গমনপথের কোন লক্ষণও পাওয়া সম্ভব নয়,
ঊর্মিমালার উপরে যার তলির রেখাও অদৃশ্য হয়ে থাকে;
১১ কিংবা, তা আকাশে উড়ন্ত এমন পাখির মতই চলে গেছে,
যার দৌড়ের কোন চিহ্ন পাওয়া সম্ভব নয়;
তার পালকের স্পর্শে লঘুভার হাওয়া আঘাতগ্রস্ত হয়,
তার প্রচণ্ড ভরবেগে বিভক্ত হয়,
তবু এর পরে সেই পাখির গমনের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।
১২ কিংবা, তা এমন তীরের মতই চলে গেছে, যা লক্ষ্যের দিকে ছোড়া হলে
হাওয়া বিভক্ত হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আবার একীভূত হয়,
যার ফলে তীরের গমনপথ নির্ণয় করা অসাধ্য।
১৩ তেমনি আমরাও জন্ম নিতে না নিতেই অতীত হয়েছি,
দেখানোর মত তেমন সদ্‌গুণের চিহ্ন আমাদের ছিল না;
আমরা হয়েছি আমাদের নিজেদের অধর্মের গ্রাস!'
১৪ হ্যাঁ, ভক্তিহীনের প্রত্যাশা বাতাসে বয়ে যাওয়া তুষের মত,
ঝড়ে তাড়িত লঘুভার ফেনার মত;
হাওয়ায় ধূমের মত বিক্ষিপ্ত হয়ে
তা মাত্র একদিনেরই অতিথির স্মৃতির মত উবে যায়।

ধার্মিকদের গৌরবময় ভবিষ্যৎ ও ভক্তিহীনদের শাস্তি

১৫ কিন্তু ধার্মিকেরা জীবিত থাকে চিরকাল,
তাদের মজুরি প্রভুর কাছে রয়েছে,
পরাৎপর নিজেই তাদের প্রতি যত্নশীল।
১৬ এজন্য তারা পাবে মহিমময় এক মুকুট,
প্রভুর হাত থেকে সুন্দর এক কিরীট,
কারণ তাঁর ডান হাত হবে তাদের আশ্রয়,
তাঁর বাহু হবে তাদের ঢাল।
১৭ অস্ত্রসজ্জা রূপে তিনি তাঁর আপন উদ্যোগ ধারণ করবেন,

শত্রুদের শাস্তি দিতে তিনি সৃষ্টিকে অস্ত্রসজ্জিত করবেন ;
[১৮] বক্ষস্ত্রাণ রূপে ধর্মময়তা পরিধান করবেন,
শিরস্ত্রাণ রূপে সুস্পষ্ট ন্যায়বিচার ;
[১৯] ঢাল রূপে অপরাজেয় আপন পবিত্রতাই ধারণ করবেন ;
[২০] তাঁর নির্দয় ক্রোধ তাঁর হাতে ধারালো খড়্গাস্বরূপ ;
নির্বোধদের বিরুদ্ধে তাঁর সঙ্গে জগৎও সংগ্রাম করবে।
[২১] তখন বিদ্যুৎ-ঝলকের অভ্রান্ত তীর ছুড়ে মারা হবে,
শক্ত ধনুকের মত সেই মেঘলোক থেকে তীরগুলো লক্ষ্যভেদ করবে ;
[২২] ফিঙে থেকে শিলাবৃষ্টির ক্ষোভপূর্ণ শিলাকুচি নিক্ষিপ্ত হবে।
তাদের বিরুদ্ধে উচ্ছ্বসিত হবে সমুদ্রের ক্রোধোন্মত্ত জলরাশি,
নদনদী তাদের নির্মমভাবে নিমজ্জিত করবে।
[২৩] প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে,
ঘূর্ণিবায়ুর মত তাদের চারদিকে ছড়িয়ে দেবে।
অন্যায় ও অবিচার সমগ্র পৃথিবীকে জনশূন্য করবে,
অধর্ম-অপকর্ম প্রতাপশালীদের সিংহাসন উল্টিয়ে দেবে।

শাসকদের প্রজ্ঞার অন্বেষণ করা উচিত

৬ শোন, রাজারা, বুঝতে চেষ্টা কর ;
সারা পৃথিবীর অধিপতিরা, উদ্বুদ্ধ হও।
[২] কান পেতে শোন তোমরা সকলে, যারা অগণিত মানুষের শাসক,
তোমাদের প্রজাদের বিপুল সংখ্যায় যারা তত গর্বিত !
[৩] কেননা তোমাদের শাসনক্ষমতা প্রভু থেকেই আগত,
তোমাদের প্রতাপও সেই পরাৎপর থেকে আগত,
যিনি তোমাদের সমস্ত কর্ম তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করবেন,
তোমাদের যত অভিপ্রায় তলিয়ে দেখবেন ;
[৪] অতএব, তাঁর রাজ্যের সেবক হয়ে
যদি তোমরা ন্যায্যভাবে শাসন করে না থাক,
বিধানও যদি পালন করে না থাক,
ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেও যদি আচরণ করে না থাক,
[৫] তবে তিনি ভয়াবহভাবে তোমাদের সামনে অকস্মাৎ রুখে দাঁড়াবেন,
কারণ যারা উচ্চতে থাকে, তাদের বিরুদ্ধে বিচার কঠিন ;
[৬] নিম্ন পর্যায়ের মানুষ দয়ার যোগ্য,
কিন্তু প্রতাপশালীরা কঠোরভাবে পরীক্ষিত হবে।
[৭] বিশ্বপ্রভু তো কারও সামনে পিছটান দেন না,
মহত্ত্বের সামনেও তিনি সঙ্কুচিত হন না,

কারণ তিনি ছোটকেও গড়েছেন, বড়কেও গড়েছেন,
তাই সকলের প্রতি সমান যত্ন দেখান।
[৮] কিন্তু তবুও প্রতাপশালীদের জন্য কঠিন পরীক্ষা অপেক্ষা করছে।
[৯] সুতরাং, হে রাজনেতা সকল, আমার বাণী তোমাদেরই লক্ষ করে,
যেন প্রজ্ঞার শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তোমাদের পতন না ঘটে।
[১০] যে কেউ পবিত্র বিষয় পবিত্রতার সঙ্গে পালন করে,
সে পবিত্র বলে গণ্য হবে,
যে কেউ সেগুলো শিখে উদ্বুদ্ধ হয়েছে,
সেগুলোতেই সে আত্মপক্ষসমর্থন পাবে।
[১১] অতএব আমার বাণীর আকাঙ্ক্ষী হও,
সেই বাণী বাসনা কর, তবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে।

প্রজ্ঞা যে খোঁজ করে, সে প্রজ্ঞা পায়

[১২] প্রজ্ঞা উজ্জ্বল, কখনও ম্লান হয় না।
প্রজ্ঞাকে যে ভালবাসে, সে সহজেই পায় তার দর্শন,
তার সন্ধান যে করে, সে সহজেই পায় তার সন্ধান।
[১৩] নিজেকে জ্ঞাত করতে প্রজ্ঞা নিজেই আপন আকাঙ্ক্ষীদের কাছে আসে।
[১৪] তার জন্য যে কেউ সকালে সকালে ওঠে, তার কোন কষ্ট হবে না,
সে বরং দরজায় এসে দেখবে, প্রজ্ঞা সেখানে আসীন।
[১৫] প্রজ্ঞা-ধ্যানে নিবিষ্ট থাকা, এ তো সিদ্ধ সদ্বিবেচনার প্রমাণ,
তার জন্য যে জাগ্রত থাকে, সে হঠাৎ নিরুদ্বিগ্ন হয়ে উঠবে।
[১৬] যারা তাকে পাবার যোগ্য, তাদের সন্ধানে সে নিজেই বেরিয়ে পড়ে,
মঙ্গলভাব দেখিয়ে সে রাস্তা-ঘাটে তাদের কাছে দেখা দেয়,
সমস্ত মঙ্গলময়তা দেখিয়ে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এগিয়ে আসে।
[১৭] উদ্বুদ্ধ হওয়ার সরল আকাঙ্ক্ষা, এ প্রজ্ঞালাভের সূচনা ;
উদ্বুদ্ধ হতে যত্নশীল হওয়া, এ প্রজ্ঞার প্রতি ভালবাসা ;
[১৮] তার বিধিনিয়ম পালনেই সেই ভালবাসার প্রকাশ,
বিধিনিয়মের প্রতি সম্মানেই অক্ষয়শীলতার নিশ্চিত পণ ;
[১৯] এবং অক্ষয়শীলতা ঈশ্বরের সান্নিধ্য দান করে ;
[২০] ফলে প্রজ্ঞালাভের আকাঙ্ক্ষা রাজ্যের দিকে চালিত করে।
[২১] অতএব, হে জাতিগুলির রাজনেতারা,
যদি রাজাসনে ও রাজদণ্ডেই তোমরা প্রীত,
প্রজ্ঞাকে সম্মান কর ; তবে রাজত্ব করতে পারবে চিরকাল ধরে।

প্রজ্ঞা বিষয়ে কথা বলতে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ সলোমন

[২২] প্রজ্ঞা যে কী, তার উদ্ভব কেমন, আমি এখন একথা ব্যাখ্যা করব :

তার নিগূঢ় রহস্য তোমাদের কাছে গোপন রাখব না,
বরং তার উৎপত্তি থেকেই তার পাদচিহ্ন পালন করে আসব,
তার পরিচয় সুস্পষ্টই করে তুলব,
সত্য থেকে সরব না।
[২৩] গ্রাসকারী সেই হিংসা আমার সহচর হবে না,
প্রজ্ঞার সঙ্গে হিংসার তো কোন সম্বন্ধ নেই।
[২৪] প্রজ্ঞাবানের বিপুল সংখ্যাই জগতের পরিত্রাণ,
সুবিবেচক রাজাই তাঁর আপন জাতির নিরাপত্তার সার।
[২৫] তাই তোমরা আমার বাণী দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠ; তোমাদের লাভ নিশ্চিত।

সকল মানুষের মত সলোমন

৭ সকলের মত আমিও মরণশীল মানুষ,
মাটি দিয়ে গড়া সেই প্রথম প্রাণীর এক বংশধর।
এক জননীর গর্ভে আমাকে মাংসগত রূপ দেওয়া হল,
[২] দশ মাস ধরে সেখানে আমি রক্তে সুসংবদ্ধ হয়ে উঠলাম;
পুরুষের বীজ ও নিদ্রার সঙ্গী সেই পরিতোষ—এরই ফল আমি।
[৩] জন্ম নেওয়ামাত্র আমিও সাধারণ হাওয়া শ্বাস নিলাম,
সকলের জন্য সমান সেই ভূমিতে আমিও ভূমিষ্ঠ হলাম,
সকলের সমান কান্নায় আমিও আমার প্রথম চিৎকার তুললাম;
[৪] কাঁথার মধ্যে লালিত-পালিত হলাম—সকলেরই যত্নের বস্তু;
[৫] কোনও রাজার অস্তিত্বের সূত্রপাতও ভিন্ন হয়নি:
[৬] জীবনে প্রবেশও এক, জীবন থেকে প্রস্থানও সমান!

প্রার্থনার কার্যকারিতা

[৭] এজন্য আমি যাচনা করলাম, আর আমাকে সদ্বিবেচনা দেওয়া হল;
মিনতি করলাম, আর আমার অন্তরে প্রজ্ঞার আত্মা এল।
[৮] সমস্ত রাজদণ্ড ও রাজাসনের চেয়ে আমি প্রজ্ঞাতেই প্রীত হলাম;
তার তুলনায় ধনসম্পদ শূন্যতা বলে গণ্য করলাম;
[৯] অমূল্য মণিমুক্তার সঙ্গেও আমি প্রজ্ঞার তুলনা করিনি,
কারণ তার তুলনায় যত সোনা মুষ্টিমেয় বালুকামাত্র,
তার সামনে রুপোও কাদার মত পরিগণিত হবে।
[১০] স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের চেয়েও তাকে আমি ভালবাসলাম,
আলোর চেয়েও প্রজ্ঞালাভে প্রীত হলাম,
কারণ প্রজ্ঞা থেকে বিকীর্ণ যে উজ্জ্বল দীপ্তি, তা নিদ্রাহীন।
[১১] প্রজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মঙ্গলও আমার কাছে এল,
তার হাতে যে ঐশ্বর্য, তা অপরিমেয়।

[১২] আমি এই সমস্ত মঙ্গল ভোগ করলাম, সেগুলো যে প্রজ্ঞা দ্বারাই চালিত ;
কিন্তু একথা জানতাম না যে, প্রজ্ঞাই তাদের মাতা।
[১৩] সরল মনে যা শিখেছি, আমি সেই প্রজ্ঞার কথা মুক্তহস্তে সম্প্রদান করি,
তার ঐশ্বর্য গোপন রাখি না।
[১৪] কেননা প্রজ্ঞা মানুষের কাছে এমন এক ধন, যার সীমা নেই।
যারা তা অর্জন করে, তারা ঈশ্বরের বন্ধুত্বেই ভূষিত হয়,
সেই শিক্ষাবাণীর দানগুলি গুণেই তারা তাঁর প্রশংসার পাত্র হয়ে ওঠে।

প্রজ্ঞার উৎস ঈশ্বরকে আহ্বান

[১৫] ঈশ্বর এমনটি হতে দিন, আমি যেন সুচিন্তিত কথা ব্যক্ত করতে পারি,
আমার অন্তরে এমন চিন্তারও যেন উদয় হয়,
যা সেই পাওয়া মঙ্গলদানের যোগ্য ;
কেননা তিনিই প্রজ্ঞা অভিমুখে পথপ্রদর্শক,
তিনিই আবার প্রজ্ঞাবানদের সৎদিশারী।
[১৬] তাঁরই হাতে রয়েছি আমরা, হ্যাঁ, আমরা ও আমাদের সকল উক্তি,
তাঁরই হাতে সমস্ত সুবুদ্ধি ও আমাদের সমস্ত কৌশল।
[১৭] তিনি আমাকে সবকিছুর সূক্ষ্মতম জ্ঞান মঞ্জুর করলেন,
যেন আমি বুঝতে পারি জগতের গঠন ও সমস্ত পদার্থের গুণ,
[১৮] যেন বুঝতে পারি কালের আদি, তার অন্ত ও তার মধ্যপথ,
অয়নান্ত-পালা ও ঋতুর পরম্পর লীলা,
[১৯] বর্ষ-চক্র ও জ্যোতিষ্করাজির স্থান,
[২০] পশুদের স্বভাব ও বন্যজন্তুদের সহজাত প্রবৃত্তি,
আত্মাদের প্রভাব ও মানুষদের চিন্তা-যুক্তি,
গাছপালার বৈচিত্র ও শিকড়ের বিশেষ বিশেষ গুণ।
[২১] যা কিছু গুপ্ত, যা কিছু প্রকাশ্য, তা সমস্তই জানি,
নিখিলের নির্মাতা সেই প্রজ্ঞাই যে আমাকে উদ্বুদ্ধ করল !

প্রজ্ঞার গুণকীর্তন

[২২] প্রজ্ঞায় এমন আত্মা বিদ্যমান যা সুবুদ্ধিমণ্ডিত, পবিত্র,
অদ্বিতীয়, বহুবিধ, সূক্ষ্ম,
গতিশীল, প্রাঞ্জল, কলঙ্কমুক্ত,
স্বচ্ছ, নিরস্ত্র, মঙ্গলপ্রিয়, তীক্ষ্ণ,
[২৩] বাধামুক্ত, শুভকামী, মানব-প্রেমী,
সুস্থির, সুনিশ্চিত, উদ্বেগহীন,
সর্বশক্তিমান, সর্বদর্শী,
এবং বুদ্ধিসম্পন্ন, বিশুদ্ধ ও সূক্ষ্মতম সকল আত্মায় পরিব্যাপ্ত।

[২৪] প্রজ্ঞা সমস্ত গতির চেয়েও দ্রুতগামী ;
তার শুদ্ধতা গুণে সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত, সবকিছুতে প্রবেশ করতে সক্ষম।
[২৫] প্রজ্ঞা ঈশ্বরের স্বয়ং পরাক্রমের নিঃসৃত ফুৎকার,
সর্বশক্তিমানের গৌরবের শুদ্ধ নির্গমন ;
এজন্য কলুষিত কোন কিছু তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় না।
[২৬] প্রজ্ঞা সনাতন জ্যোতির প্রতিবিম্ব,
ঈশ্বরের কর্মসাধনার কলঙ্কমুক্ত দর্পণ,
তাঁর মঙ্গলময়তার প্রতিমূর্তি।
[২৭] যদিও একক, তবু সবকিছুই করতে সক্ষম ;
নিজে অভিন্ন হয়ে থেকেও সবকিছু নবীন করে তোলে,
ও যুগের পর যুগ পুণ্যবানদের প্রাণে প্রবেশ ক'রে
তাদের করে তোলে ঈশ্বরের বন্ধু, তাদের করে তোলে নবী।
[২৮] কেননা ঈশ্বর তাকেই মাত্র ভালবাসেন, প্রজ্ঞার সঙ্গে যে বাস করে।
[২৯] সত্যি, প্রজ্ঞা সূর্যের চেয়েও সুন্দরতম,
সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলের চেয়েও উজ্জ্বল ;
আলোর সঙ্গে তার তুলনা করলে, প্রজ্ঞাই আসে প্রথম।
[৩০] বস্তুত আলোর পরে আসে রাত,
কিন্তু প্রজ্ঞার উপরে অধর্ম জয়ী হতে অক্ষম।

৮ [১] প্রজ্ঞা জগতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শক্তির সঙ্গে পরিব্যাপ্ত ;
উত্তম মঙ্গলময়তার সঙ্গে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রজ্ঞার প্রতি সলোমনের ভালবাসা

[২] তরুণ বয়স থেকে আমি তাকেই ভালবেসেছি, তারই অন্বেষণ করেছি ;
তাকেই নিজের কনে রূপে নিতে চেষ্টা করেছি,
হ্যাঁ, আমি তার সৌন্দর্যের প্রেমে পড়েছি !
[৩] সে তার আপন বংশমর্যাদা প্রকাশ করে,
সে তো ঈশ্বরের জীবনেই সহভাগিতা ভোগ করে,
কেননা বিশ্বপ্রভু তাকে ভালবেসেছেন।
[৪] এমনকি, সে ঐশজ্ঞানে দীক্ষিত,
তিনি যা যা করবেন, প্রজ্ঞাই তা বেছে নেয়।
[৫] যখন ধনসম্পদ এজীবনে একটি আকাঙ্ক্ষণীয় মঙ্গল,
তখন সবকিছুতে যা ক্রিয়াশীল,
সেই প্রজ্ঞার চেয়ে মহত্তর ধন কী থাকতে পারে ?
[৬] যদি বুদ্ধিই সবকিছুতে ক্রিয়াশীল,
তবে সৃষ্টির মধ্যে কেইবা তার চেয়ে নিপুণ নির্মাতা ?

[৭] আর কেউ যদি ধর্মময়তা ভালবাসে,
সদ্‌গুণ হল তার পরিশ্রমের ফল ;
কারণ প্রজ্ঞা সেই আত্মসংযম ও সদ্বিবেচনায়,
সেই ধর্মময়তা ও সুস্থিরতায় উদ্বুদ্ধ করে,
মানুষের পক্ষে এজীবনে যার চেয়ে উপযোগী আর কিছু নেই।
[৮] কেউ যদি বিচিত্র ধরনের অভিজ্ঞতা বাসনা করে,
তবে প্রজ্ঞাই অতীত ঘটনা জানে ও ভাবী ঘটনার পূর্বাভাস পায়,
সে-ই জানে যত চিকন তর্কযুক্তি ও যত প্রহেলিকার উত্তর,
চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণও পূর্বঘোষণা করে,
আর সেই সঙ্গে কাল ও যুগের ঘটনাগুলিকেও পূর্বপ্রচার করে।
[৯] তাই স্থির করেছি, আমার জীবন-সঙ্গিনী রূপে আমি তাকেই নেব,
একথা জেনে যে, শুভদিনে সে আমার পরামর্শদাতা হবে,
দুঃখে-উদ্বেগে আমাকে সান্ত্বনা দেবে।
[১০] তার মধ্য দিয়ে আমি বিপুল জনসমাবেশে গৌরব লাভ করব,
যুবা হয়েও প্রবীণদের মাঝে সম্মানের পাত্র হয়ে উঠব।
[১১] বিচারে সবাই আমাকে বিচক্ষণ দেখবে,
প্রতাপশালীরা আমার বিষয়ে আশ্চর্য হবে।
[১২] আমি নীরব থাকলে তারা আমার বাণীর প্রতীক্ষায় থাকবে,
আমি কথা বললে তারা মনোযোগ দেবে ;
আমি দীর্ঘ বক্তব্য দিলে তারা মুখে হাত দেবে।
[১৩] প্রজ্ঞার মধ্য দিয়ে আমি অমরত্ব লাভ করব,
আমার পরে যারা রাজপদে বসবে, তাদের কাছে চিরন্তন স্মৃতি রাখব।
[১৪] জাতিগুলিকে শাসন করব, দেশসকল আমার অধীন হবে ;
[১৫] আমার নাম শুনে ভয়ঙ্কর রাজনেতারা ভয়ে অভিভূত হবে,
লোকদের মধ্যে মঙ্গলময়, যুদ্ধে সাহসী নিজেকে দেখাব।
[১৬] বাড়ি ফিরে এসে আমি তার কাছে বিশ্রাম করব,
কারণ তার সাহচর্যে তিক্ত বলতে কিছুই নেই,
তার সঙ্গও দুঃখজনক নয়,
বরং প্রাণে আনন্দ-সুখ সঞ্চার করে।

প্রজ্ঞা বিষয়ে কথা বলার আগের প্রস্তুতি

[১৭] মনে মনে এসমস্ত বিষয় ধ্যান ক'রে,
একথাও ভেবে যে, প্রজ্ঞার সঙ্গে মিলনে রয়েছে অমরত্ব,
[১৮] তার বন্ধুত্বলাভে পরম সন্তোষ,
তার কর্মফলে অফুরন্ত ঐশ্বর্য,

তার সঙ্গে অবিরত সম্পর্কে সদ্বিবেচনা,
তার সমস্ত কথার সহভাগিতায় খ্যাতি,
আমি চেষ্টা করে বেড়াচ্ছিলাম,
কেমন করে তাকে আমার সঙ্গিনী রূপে নিতে পারব।
[১৯] আমি ছিলাম সজ্জন প্রকৃতির এক তরুণ,
আমার সৌভাগ্যই যে আমি পেয়েছিলাম সৎ প্রাণ;
[২০] বরং বলব, সৎ হওয়ায় আমি কলুষমুক্ত এক দেহে প্রবেশ করেছিলাম।
[২১] কিন্তু একথা জেনে যে, ঈশ্বর নিজেই আমাকে প্রজ্ঞা না দিলে
অন্য উপায়ে আমি তার অধিকারী হতে পারব না,
—তেমন শুভদান যে কার্ কাছ থেকে আসে, একথা জানা তো সুবুদ্ধিরই পরিচয়!—
আমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলাম, তাঁকে মিনতি জানালাম,
এবং সমস্ত হৃদয় দিয়ে বলে উঠলাম:

প্রজ্ঞা পাবার জন্য প্রার্থনা

৯ ‘হে পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, হে দয়ার প্রভু,
তুমি যে তোমার বাণী দ্বারা সমস্তই নির্মাণ করলে,
[২] তুমি যে তোমার প্রজ্ঞা দ্বারা মানুষকে গড়লে,
তুমি যা কিছু সৃষ্টি করেছ, তার উপর সে যেন প্রভুত্ব করে,
[৩] যেন পবিত্রতা ও ধর্মময়তার সঙ্গে জগৎকে শাসন করে
ও ন্যায়নিষ্ঠ অন্তরে বিচার উচ্চারণ করে,
[৪] আমাকে দান কর সেই প্রজ্ঞা, যা তোমার আসনে তোমার সঙ্গে আসীন,
তোমার সন্তানদের সংখ্যা থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না।
[৫] কারণ আমি তোমার দাস, তোমার দাসীর পুত্র,
আমি দুর্বল ও স্বল্পায়ুর মানুষ,
ধর্মময়তা ও বিধিনির্দেশ বুঝতে ধীর।
[৬] সত্যিই, মানবসন্তানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষও
তোমা থেকে আগত প্রজ্ঞার অভাবী হলে
শূন্যময় বলেই গণ্য হবে।
[৭] তুমি আমাকে তোমার জনগণের রাজা হবার জন্য বেছে নিলে,
তোমার পুত্রকন্যাদের বিচারকর্তা হবার জন্য বেছে নিলে;
[৮] আমাকে নির্দেশ দিয়েছ,
যেন তোমার পবিত্র পর্বতে তোমার জন্য একটা মন্দির গেঁথে তুলি,
যেন তোমার আবাসের নগরীতে একটা যজ্ঞবেদি গড়ে তুলি,
সেই পবিত্র তাঁবুরই একটা সাদৃশ্য গড়ে তুলি,
যা তুমি আদি থেকে প্রস্তুত করেছিলে।

[৯] তোমারই সঙ্গে রয়েছে সেই প্রজ্ঞা, যা তোমার সাধিত কাজ জানে,
যা তখনও উপস্থিত ছিল যখন তুমি জগৎ নির্মাণ করলে ;
সে তো জানে তোমার দৃষ্টিতে কি কি গ্রহণীয়
ও তোমার বিধিগুলির কী কী অনুরূপ।
[১০] পবিত্র স্বর্গধাম থেকে, তোমার গৌরবের আসন থেকে তুমি তাকে পাঠাও,
সে যেন আমার সহায়তা করে ও আমার সঙ্গে শ্রম করে,
তবে আমি জানতে পারব কি কি গ্রহণীয় তোমার।
[১১] কারণ সে সমস্তই জানে, সমস্তই বোঝে,
আমার কাজকর্মে সে সুবুদ্ধির সঙ্গে আমাকে চালনা করবে,
তার আপন গৌরবে আমাকে রক্ষা করবে।
[১২] তাহলে আমার কাজকর্ম তোমার গ্রহণীয় হবে ;
আমি তোমার জনগণকে সততার সঙ্গে বিচার করব,
আমার পিতার রাজাসনেরও যোগ্য হয়ে উঠব।
[১৩] কোন্ মানুষ ঈশ্বরের অভিপ্রায় জানতে পারে?
কেইবা প্রভুর ইচ্ছা কল্পনা করতে পারে?
[১৪] মরমানুষের চিন্তাধারা তো দুর্বল,
আমাদের যত ধ্যানধারণাও তত সুস্থির নয় ;
[১৫] কারণ ক্ষয়শীল এক দেহ প্রাণের উপর চাপ দেয়,
মাটির এই তাঁবুও মনের ও তার বহু ভাবনার জন্য ভারীই বোঝা।
[১৬] পার্থিব বিষয় স্পষ্টভাবে দেখা, আমাদের পক্ষে তা যখন যথেষ্টই কঠিন,
আমাদের নাগালে যা রয়েছে,
তাও যখন শুধু কষ্ট করে উপলব্ধি করতে পারি,
তখন স্বর্গীয় বিষয় কে আবিষ্কার করতে পারে?
[১৭] কেইবা তোমার অভিপ্রায় জানতে পেরেছে,
যদি তুমি তাকে প্রজ্ঞা না দিয়ে থাক,
ঊর্ধ্ব থেকে তোমার পবিত্র আত্মাকে যদি না তার কাছে প্রেরণ করে থাক?
[১৮] এইভাবে মর্তবাসীদের পথ সোজা করা হল,
তোমার যা যা গ্রহণীয়, তাতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হল ;
হ্যাঁ, প্রজ্ঞা দ্বারাই তারা পরিত্রাণ পেল।'

আদিলগ্ন থেকে সেই যাত্রাকাল পর্যন্ত কাজে সক্রিয় প্রজ্ঞা

১০ জগতের পিতাকে যখন প্রথম গড়া হয়,
তখন তাকে প্রজ্ঞাই রক্ষা করল,
ও তার পতন থেকে প্রজ্ঞাই তাকে উদ্ধার করল,
[২] আর সেইসঙ্গে তাকে সমস্ত কিছুর উপরে কর্তৃত্ব করার শক্তি দিল।

[৩] কিন্তু অধর্মময় একজন যখন নিজ ক্রোধে প্রজ্ঞাকে ত্যাগ করল,
তখন নিজ ভ্রাতৃঘাতী রোষে বিনষ্ট হল।
[৪] তার কারণে যখন পৃথিবী জলে ডুবে গেল,
তখন আবার প্রজ্ঞাই তা পরিত্রাণ করল,
সে সেই ধার্মিককে সামান্য একটা কাষ্ঠের মধ্য দিয়ে চালিত করল।
[৫] অপকর্মে পরস্পর-সহযোগিতার ফলে
সমস্ত জাতি যখন এলোমেলো অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হয়েছিল,
প্রজ্ঞাই তখন সেই ধার্মিককে চিনল,
ঈশ্বরের সামনে তাকে কলঙ্কমুক্ত করে রাখল,
ও সন্তানের প্রতি তার মমতা সত্ত্বেও তাকে দৃঢ়মনা করে তুলল।

[৬] সেই ভক্তিহীনদের বিনাশ ঘটতে ঘটতে
সে তখন সেই ধার্মিককে নিস্তার করল,
যখন সে সেই পাঁচ শহরের উপরে পড়া আগুন থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল।
[৭] সেই অপকর্মের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যরূপে
এখনও এমন দেশ রয়েছে, যা উৎসন্ন, ধূমায়মান দেশ,
সেই দেশের গাছ এমন ফল উৎপন্ন করে, যা কখনও পাকে না;
অবিশ্বাসী একটা প্রাণের স্মৃতিচিহ্ন রূপে
সেখানে লবণের একটা স্তম্ভও দাঁড়ায়।
[৮] কেননা প্রজ্ঞার পথ ত্যাগ করার ফলে
তারা যে শুধু মঙ্গল না জানবার ক্ষতি ভোগ করল এমন নয়,
জীবিতদের কাছে নির্বুদ্ধিতার একটা স্মৃতিচিহ্নও রেখে গেল,
যেন তাদের অপরাধ গুপ্ত না থাকে।
[৯] কিন্তু প্রজ্ঞা তার আপন ভক্তদের যত সঙ্কট থেকে নিস্তার করল।
[১০] সেই ধার্মিক মানুষ আপন ভাইয়ের ক্রোধ থেকে পলাতক হওয়ার সময়ে
প্রজ্ঞা তাকে ন্যায় পথে চালনা করল,
তাকে দেখাল ঈশ্বরের রাজ্য,
তাকে দিল পবিত্র যত বিষয়ের জ্ঞান,
তার পরিশ্রমে তাকে সফলতা দিল,
বাড়িয়ে দিল তার শ্রমের ফল;
[১১] তার বিরোধীদের কৃপণতার বিরুদ্ধে সে তার পাশে দাঁড়াল,
তাকে ধনবান করে তুলল;
[১২] শত্রুদের হাত থেকে তাকে রেহাই দিল,
সেই শত্রুদের পাতা ফাঁদ থেকে তাকে রক্ষা করল,
কঠোর লড়াইতে তাকে জয়ভূষিত করল,
যেন সে একথা জানতে পারে যে, সমস্ত কিছুর চেয়ে ধর্মময়তাই শক্তিশালী।

[১৩] সে সেই বিক্রীত ধার্মিককে একা ফেলে রাখল না,
বরং পাপ থেকে তাকে নিস্তার করল ;
[১৪] তার সঙ্গে সেও সেই গহ্বরে নেমে গেল,
তার শৃঙ্খলিত অবস্থায় তাকে একা ফেলে রাখল না,
যতদিন না তার জন্য একটা রাজদণ্ড
ও তার বিরোধীদের উপরে কর্তৃত্বও এনে দিল ;
তাতে তার অভিযোক্তাদের মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণিত করল
আর তাকে দিল চিরন্তন গৌরব।

[১৫] প্রজ্ঞাই পুণ্য একটি জনগণকে, কলঙ্কমুক্তই এক বংশকে
অত্যাচারী এক দেশ থেকে নিস্তার করল ;
[১৬] প্রভুর এক সেবকের প্রাণে প্রবেশ ক'রে
সে নানা অলৌকিক লক্ষণ ও চিহ্নকর্ম দ্বারা
ভয়ঙ্কর রাজাদের প্রতিরোধ করল ;
[১৭] পুণ্যজনদের তাদের পরিশ্রমের মজুরি দিল,
অপরূপ এক পথ দিয়ে তাদের চালনা করল,
দিনমানে সে হল তাদের আশ্রয়,
রাত্রিবেলায় তারকারাজির আলো ;
[১৮] বিশাল জলরাশির মধ্য দিয়ে তাদের চালনা ক'রে
লোহিত সাগর পার করাল তাদের,
[১৯] কিন্তু তাদের শত্রুদের নিমজ্জিত ক'রে
অতলের গভীর থেকে তাদের উদ্গিরণ করল।
[২০] তাই ধার্মিকেরা ভক্তিহীনদের সম্পদ লুট করে নিল,
এবং তোমার পবিত্র নাম বন্দনা করল, প্রভু ;
একসুরে করল তোমার রক্ষাকারী হাতের প্রশংসাগান,
[২১] প্রজ্ঞাই যে বোবার মুখ খুলে দিল,
শিশুর জিহ্বা বাক্‌পটু করল।

১১ [১] পবিত্র এক নবীর মধ্য দিয়ে সে তাদের কর্ম সাফল্যমণ্ডিত করল :
[২] তারা জনশূন্য প্রান্তর পার হয়ে
অগম্য মরুভূমিতে তাঁবু বসাল।
[৩] বিরোধীদের সামনে দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়াল, শত্রুদের দূরে রাখল।

ইস্রায়েলীয়দের পিপাসা ও মিশরীয়দের পিপাসা

[৪] পিপাসিত হলে তারা তোমাকেই ডাকল,
তখন খাড়া শৈল থেকে তাদের জল দেওয়া হল,
হ্যাঁ, কঠিন এক পাথর থেকে নির্গত হল তাদের পিপাসার প্রতিকার।

[৫] তাতে যা কিছু হয়েছিল তাদের শত্রুদের শাস্তি দেওয়ার উপায়,
প্রয়োজনের দিনে তা তাদের জন্য হল উপকার।
[৬] সনাতন নদীর জলস্রোতের পরিবর্তে,
যা রক্ত ও কাদায় কলুষিত হয়ে গেছিল
[৭] শিশুহত্যা-রাজাজ্ঞার শাস্তিরূপে,
তুমি—প্রত্যাশার অতীতে—তাদের মঞ্জুর করলে প্রচুর জল,
[৮] ও তাদের সেই দিনগুলির পিপাসার মধ্য দিয়ে
তুমি দেখালে তাদের বিপক্ষদের কেমন কঠোর শাস্তি দেওয়া হল।
[৯] বস্তুত একবার পরীক্ষিত হলে—যদিও এমন শাস্তি ভোগ করল যা দয়ায় পূর্ণ—
তারা বুঝতে পারল কেমন ক্রোধপূর্ণ বিচারেই না যন্ত্রণা ভোগ করল
সেই ভক্তিহীন সকল,
[১০] কেননা এদের তুমি সেইভাবে পরীক্ষা করলে
পিতা যেভাবে সংশোধন করেন,
কিন্তু ওদের তুমি সেইভাবে শাস্তি দিলে নির্দয় রাজা যেভাবে দণ্ড দেন।
[১১] দূরে ছিল কি কাছে ছিল, তারা সবসময়ই ছিল ক্লেশের মধ্যে,
[১২] কেননা দ্বিগুণ যন্ত্রণা তাদের ধরল,
এবং অতীতের স্মরণে ক্রন্দন;
[১৩] হ্যাঁ, তারা যখন জানল যে, তাদের শাস্তি থেকে অন্যেরা পাচ্ছিল উপকার,
তখন প্রভুকে উপলব্ধি করল।
[১৪] কেননা যাঁকে তারা একসময় বাইরে ফেলে রেখেছিল
ও পরবর্তীকালে বিদ্রূপের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছিল,
সব ঘটনার শেষে, এমন পিপাসা ভোগ ক'রে
যা ধার্মিকদের পিপাসা থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন,
তারা তাঁর প্রতি কেবল সম্মান পোষণ করল।

শাস্তি দানে ঈশ্বরের সহিষ্ণুতা

[১৫] তাদের অধর্মের সেই অসার যুক্তির কারণে,
যা বুদ্ধিহীন সরিসৃপ ও নীচ পোকা পূজা করতে তাদের ভ্রষ্ট করেছিল,
তুমি শাস্তিরূপে তাদের বিরুদ্ধে পাঠালে বুদ্ধিহীন পশুর অরণ্য,
[১৬] তারা যেন বোঝে যে, যা দ্বারা মানুষ পাপ করে, তা দ্বারা মানুষ শাস্তি পায়।
[১৭] নিশ্চয়, ঘোর বস্তু থেকে বিশ্বকে যা সৃষ্টি করেছিল,
তোমার সেই সর্বশক্তিশালী হাতের পক্ষে কোন অসুবিধা ছিল না যে,
তাদের বিরুদ্ধে ভালুক ও হিংস্র সিংহের বিরাট দল পাঠাবে,
[১৮] কিংবা নবসৃষ্ট এমন অজানা জন্তুও পাঠাবে, যা ছিল ক্রোধে পূর্ণ,
যা ছড়াত অগ্নিময় নিশ্বাস,

বা ছাড়ত দুর্গন্ধময় ধোঁয়া,
বা চোখ থেকে ঝলকিয়ে তুলত ভয়ঙ্কর অগ্নিশিখা :
[১৯] এসব এমন জন্তু, যাদের আক্রমণ তাদের নিশ্চিহ্ন করবে শুধু নয়,
যাদের ভয়ঙ্কর চেহারাও ছিল তাদের সংহার করতে সক্ষম।
[২০] এ ছাড়াও তারা এক ফুৎকার দ্বারা বিনষ্ট হতে পারত,
ন্যায় দ্বারা তাড়িত হয়ে, তোমার পরাক্রান্ত আত্মা দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়ে!
কিন্তু তুমি পরিমাপ, সূক্ষ্ম হিসাব ও ওজন অনুসারে
সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করলে।

তেমন সহিষ্ণুতার কারণ প্রকাশিত

[২১] বল প্রয়োগে জয়ী হওয়া তোমার পক্ষে সততই সাধ্য ;
তোমার বাহুর প্রতাপ কেইবা প্রতিরোধ করতে পারবে?
[২২] তোমার সামনে সমগ্র জগৎ তো তুলাদণ্ডে ধুলারই মত,
মাটিতে পড়া প্রাতঃকালীন শিশির-বিন্দুর মত।
[২৩] অথচ তুমি সকলের প্রতি দয়াময়, কারণ তোমার পক্ষে সবই সাধ্য ;
তুমি মানুষের পাপ দেখেও দেখ না, সে যেন অনুতাপ করে।
[২৪] কেননা যা কিছু আছে, তুমি সেইসব ভালবাস ;
যা কিছু গড়েছ, সেগুলোর তুমি কিছুই ঘৃণা কর না ;
যেহেতু কোন কিছুর প্রতি যদি তোমার ঘৃণা থাকত, তা তুমি গড়তে না!
[২৫] তুমি ইচ্ছা না করলে
কেমন করেই বা কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারবে?
অস্তিত্বের উদ্দেশে তোমার আহ্বান না থাকলে
তা কেমন করেই বা বেঁচে থাকবে?
[২৬] তুমি বরং সব কিছু বাঁচাও, কারণ, হে জীবনপ্রেমী প্রভু, সবই তোমার ;
১২ [১] কারণ তোমার অক্ষয়শীল আত্মা সবকিছুতে বিদ্যমান।
[২] এজন্য তুমি ধাপে ধাপেই অপরাধীদের শাস্তি দাও,
তাদের পাপ তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েই তাদের ভর্ৎসনা কর,
যেন অপকর্ম ত্যাগ করে তারা তোমাতেই, প্রভু, আস্থা রাখে।

কানানীয়দের শাস্তি দানে ঈশ্বরের সহিষ্ণুতা

[৩] যারা তোমার পবিত্র ভূমির আগেকার বাসিন্দা,
[৪] তারা ঘৃণ্য কাজ সাধন করত বলে
সেই জাদুক্রিয়া ও অপবিত্র কর্মের জন্য তাদের তুমি ঘৃণা করতে।
[৫] এই সকল নির্মম পুত্রঘাতক,
মানব রক্তমাংসের ভোজসভায় এই সকল নাড়িভুঁড়ি-খেগো,
গুপ্ত সম্প্রদায়ের এই সকল দীক্ষিত,

[৬] নিরুপায় প্রাণের ঘাতক এই সকল পিতামাতা,
এদের তুমি আমাদের পিতৃগণের হাত দ্বারা বিনাশ করতে স্থির করলে,
[৭] যে অঞ্চল তুমি অন্য সকল অঞ্চলের চেয়ে বেশি মান্য করতে,
তা যেন ঈশ্বরের সন্তানদের যোগ্য এক ঔপনিবেশিক দলকে গ্রহণ করে।
[৮] কিন্তু মানুষ বলে তাদের প্রতিও তুমি কোমল ব্যবহার করলে:
তোমার আপন বাহিনীর অগ্রদলরূপে তুমি পাঠালে ভিমরুলের ঝাঁক,
যেন এগুলি তাদের আস্তে আস্তেই বিনাশ করে।
[৯] যুদ্ধক্ষেত্রে ধার্মিকদের হাতে ভক্তিহীনদের তুলে দিতে,
কিংবা হিংস্র জন্তু বা কড়া নির্দেশ দ্বারা এক নিমেষেই তাদের বিলুপ্ত করতে
তুমি অক্ষম ছিলে, এমন নয়,
[১০] বরং তোমার বিচারদণ্ড আস্তে আস্তেই দেওয়ায়
তুমি তাদের অনুতাপ করার সুযোগ দিলে,
যদিও তুমি জানতে যে, তাদের বংশ ধূর্ত, তাদের স্বভাব অসৎ,
এও জানতে যে, তাদের মনের কখনও পরিবর্তন হবে না;
[১১] কারণ তাদের মূলবংশ আদি থেকেই অভিশপ্ত বংশ ছিল।

তেমন সহিষ্ণুতার কারণ প্রকাশিত

তুমি কারও ভয়েই যে তাদের পাপ অদণ্ডিত রাখছিলে, এমন নয়!
[১২] বস্তুত কেইবা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারবে, 'আপনি কী করলেন?'
আর কেইবা তোমার দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে?
তোমারই গড়া জাতিগুলোর বিনাশের জন্য
কেইবা তোমাকে অভিযুক্ত করতে সাহস করবে?
অধার্মিক মানুষদের পক্ষসমর্থক রূপে
কেইবা তোমার বিরুদ্ধে বিচারমঞ্চে দাঁড়াতে পারবে?
[১৩] কেননা তুমি ছাড়া এমন আর কোন দেবতা নেই
যে সবকিছুর প্রতি যত্ন দেখাবে,
যার কাছে তোমাকে দেখাতে হবে যে,
তোমার বিচার অন্যায়-বিচার নয়।
[১৪] যাদের তুমি শাস্তি দিয়েছ, তাদের পক্ষ সমর্থনে
এমন রাজাও নেই, জননেতাও নেই,
যে তোমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে।
[১৫] ন্যায্য হওয়ায় তুমি তো ন্যায়নীতিতেই সবকিছু শাসন কর,
এবং শাস্তির যোগ্য নয় এমন মানুষকে দণ্ডিত করা,
এমন ব্যবহার তুমি তো তোমার পরাক্রমের সম্পূর্ণ অসঙ্গত ব্যবহার বলে গণ্য কর।
[১৬] কারণ তোমার শক্তি ধর্মময়তার উৎস,
তোমার সার্বজনীন কর্তৃত্ব তোমাকে সকলের প্রতি মমতাপূর্ণ করে।

[১৭] তুমি তো তোমার প্রতাপ তখনই দেখাও,
যখন তোমার সার্বিক পরাক্রমে বিশ্বাস রাখা হয় না;
যারা স্পর্ধা জানে, তাদেরই বেলায় তুমি সেই স্পর্ধা নমিত কর।
[১৮] শক্তি সংযত রেখে তুমি তো বরং কোমলতার সঙ্গেই বিচার কর,
মহা মমতার সঙ্গেই আমাদের শাসন কর,
কারণ তুমি এমনি ইচ্ছা করলে, আর তখনই তোমার প্রতাপ উপস্থিত!

ইস্রায়েলের প্রতি ঈশ্বরের শিক্ষা

[১৯] তেমন ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তুমি তোমার জনগণকে একথায় উদ্বুদ্ধ করলে যে,
ধার্মিকজনকে মানবপ্রেমিক হতে হবে;
তোমার সন্তানদের তুমি এই মধুর আশায়ও পূর্ণ করলে যে,
পাপের পরে তুমি অনুতাপ মঞ্জুর কর।
[২০] কেননা, যখন তুমি তোমার সন্তানদের মৃত্যুর যোগ্য সেই শত্রুদের
এত যত্ন ও মমতা দেখিয়েই শাস্তি দিলে,
—কেননা তারা যেন তাদের শঠতা ত্যাগ করে
সেই উদ্দেশ্যে তুমি তাদের সময় ও উপায় দিয়েছিলে—
[২১] তখন কত মনোযোগ দিয়েই না তুমি তোমার সেই সন্তানদের বিচার করলে,
যাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে শপথ করেই
তেমন উত্তম প্রতিশ্রুতির নানা সন্ধি স্থির করলে!
[২২] তাই তুমি আমাদের এই শিক্ষা দাও যে,
আমাদের শত্রুদের তুমি যখন পরিমিত মাত্রায়ই আঘাত কর,
তখন বিচার করার সময়ে আমরা যেন তোমার মঙ্গলময়তার কথা ভাবি,
আর যখন আমরা নিজেরা বিচারিত হই, তখন যেন দয়ায় প্রত্যাশা রাখি।

পশু-পূজা বিষয়ক শেষ বাণী

[২৩] এজন্যই যারা নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে অধর্মময় জীবন যাপন করল,
তাদের তুমি তাদের নিজেদের জঘন্য বস্তু দ্বারা উৎপীড়ন করেছ;
[২৪] তারা তো ভ্রান্তিপথে বেশি দূরেই সরে গেছিল,
বস্তুত তারা নির্বোধ বালকদের মত প্রবঞ্চিত হয়ে
নীচতম ও ঘৃণ্যতম জন্তুদের দেবতা বলে গণ্য করত।
[২৫] সেজন্য তুমি যেন জ্ঞানশূন্য বালকদেরই মত
তাদের এমন শাস্তি দিলে, যা তাদের তাচ্ছিল্যের বস্তু করল।
[২৬] কিন্তু যে কেউ তেমন তাচ্ছিল্য-শাস্তি দিয়ে
নিজেকে দেয় না সংশোধিত করতে,
সে ঈশ্বরেরই যোগ্য দণ্ড ভোগ করবে।
[২৭] বস্তুত তারা যে সমস্ত জন্তুর জন্য যন্ত্রণা ভোগ করে ক্ষোভ দেখাত,

দেবতা বলে গণ্য করা যে জন্তু দ্বারা তারা দণ্ডিত ছিল,
তাদের তারা তাদের প্রকৃত চেহারায় চিনতে পারল,
আর সেদিন পর্যন্ত যাঁকে জানতে অস্বীকার করেছিল,
তখন তারা বুঝল, তিনিই প্রকৃত ঈশ্বর।
আর সেই কারণেই তাদের উপর চরম দণ্ড নেমে পড়ল।

মূর্তিপূজা—সৃষ্টবস্তুকে ঈশ্বর বলে মান্য করা

১৩ ঈশ্বর সম্বন্ধে সচেতন নয় যত মানুষ, তারা সত্যিই স্বভাবে নির্বোধ;
তারাও নির্বোধ, যারা দৃশ্য মঙ্গলদানগুলি দেখেও তাঁকেই চিনতে পারল না, যিনি আছেন,
সৃষ্টিকর্ম অধ্যয়ন করেও সেগুলোর নির্মাতাকে জানতে পারল না।

[২] বরং আগুন বা বাতাস বা সূক্ষ্ম হাওয়া,
বা তারামণ্ডল বা প্রবল জলরাশি বা আকাশের বাতিগুলো—
তা-ই তারা দেবতা ও বিশ্বনিয়ন্তা বলে বিবেচনা করল।
[৩] সেগুলির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তারা যখন সেগুলিকে দেবতা বলে মেনে নিল,
তখন চিন্তা করুক, এই সবকিছুর চেয়ে কতই না মহত্তরই না হবেন প্রভু,
কারণ সৌন্দর্যের স্বয়ং সাধকই তো সেগুলি সৃষ্টি করলেন!
[৪] সেগুলির প্রতাপ ও কর্মক্ষমতা দেখে তারা যখন অবাক,
তখন এ থেকে অনুমান করুক তিনি কতই না প্রতাপশালী, যিনি সেগুলির নির্মাতা।
[৫] বস্তুত সৃষ্টির মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে
সাদৃশ্যের পথ ধরে তাঁরই দর্শন পাওয়া যায়, সেগুলিকে যিনি রচনা করলেন।
[৬] যাই হোক, এদের বিরুদ্ধে অনুযোগ লঘুতর,
কেননা ঈশ্বর-অন্বেষার ও তাঁর সন্ধান পাওয়ার চেষ্টায়
সম্ভবত এদের ভুল ধারণা হয়।
[৭] তাঁর সৃষ্টিকর্ম বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে তারা তা তন্ন তন্ন করে তদন্ত করে থাকে,
আর তত সৌন্দর্য দেখে সেগুলির চেহারার মায়ায় পতিত হয়;
[৮] কিন্তু তবুও এদের জন্য কোন ছুতা নেই,
[৯] কারণ বিশ্বকে তন্ন তন্ন করে তদন্ত করার মত যখন তাদের তত জ্ঞান ছিল,
তখন কেনই বা আরও শীঘ্রই বিশ্বপতির সন্ধান পেতে পারেনি?

এই বিষয়ে কয়েকটা উদাহরণ

[১০] দুর্ভাগাই তারা, মৃত বস্তুর উপরে যাদের প্রত্যাশা,
যারা দেবতা বলে ডাকে সেই সব কাজ, যা মানুষের হাতে তৈরী,
যা সোনা ও রুপোর কারুকাজমাত্র,
পশুদের প্রতিমূর্তিমাত্র,
প্রাচীনকালে কার্ যেন হাত দ্বারা খোদাই করা মূল্যহীন পাথরমাত্র!
[১১] কাঠকাটিয়ের কথা ধর: সে উপযুক্ত গাছ নামায়,

যত্নের সঙ্গে তার ছাল খুলে দেয়,
পরে নিপুণ দক্ষতা লাগিয়ে
সেই কাঠ দিয়ে দৈনন্দিন জীবনের উপযুক্ত এক পাত্র গড়ে।
১২ তারপর তার সেই কাজের বাকি অংশটুকু কুড়িয়ে নিয়ে
তা নিজের খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহার করে—আর তৃপ্তির সঙ্গে খায়!
১৩ এ থেকে যা কিছু এখনও বাকি রয়েছে—যা কোন কাজেই লাগে না—
তেমন বাঁকা ও গিঁটভরা কাঠ তুলে নিয়ে
সময় কাটাবার জন্য তাতে কিছুটা খোদাই করে;
মন না দিয়ে, এমনি আমোদের খাতিরেই, গড়তে গড়তে
সে সেই কাঠকে মানুষের মত গঠন দেয়,
১৪ কিংবা নীচ পশুর আকৃতি খোদাই করে।
পরে রঙিন মাটি দিয়ে লেপ দেয়, তার বহির্ভাগে লাল রঙ লাগায়,
যত কালিমা অদৃশ্য করে তা চক্‌চকে করে;
১৫ তারপর তার জন্য যোগ্য আবাস প্রস্তুত ক'রে
তা দেওয়ালে দেয়—পেরেক মেরেই তা স্থির করে।
১৬ তা যেন না পড়ে, সেই ব্যবস্থাও সে করে,
কেননা সে ভালই জানে যে, তেমন বস্তু নিজেকে সাহায্য করতে অক্ষম,
বস্তুত তা কেবল একটা মূর্তি, তার সাহায্য দরকার।
১৭ অথচ সে নিজের সম্পত্তির জন্য,
নিজের বিবাহের জন্য বা নিজের সন্তানদের জন্য প্রার্থনা করতে গিয়ে
সেই অচলা বস্তুর সঙ্গে কথা বলতে তার লজ্জা হয় না;
স্বাস্থ্যের জন্য—যা দুর্বল, তা ডাকে,
১৮ জীবনের জন্য—যা মৃত, তার কাছে আবেদন জানায়,
সাহায্যের জন্য—যা অনভিজ্ঞ, তার কাছে মিনতি জানায়,
যাত্রার জন্য—যা চলতেও পারে না, তার কাছে যাচনা রাখে,
১৯ অর্থলাভ, চাকরি ও ব্যবসায় সাফল্যের জন্য
সে এমন কিছুর কাছে দক্ষতা প্রার্থনা করে,
যার হাতের কোন দক্ষতা নেই।

১৪ ১ কিংবা, একটা লোক উত্তাল তরঙ্গ পার হতে জাহাজে ওঠে,
সেও এমন কাঠকে ডাকে, যা তার বহনকারী জাহাজের চেয়ে ভঙ্গুর।
২ বস্তুত জাহাজ অর্থলাভের কামনার ফল,
তার গঠনও দক্ষ কারুকর্মের প্রজ্ঞার ফল,
৩ কিন্তু, হে পিতা, তোমারই তত্ত্বাবধানতা তা চালিত করে,
কারণ তুমি সমুদ্রেও একটা পথ নিরূপণ করেছ,
তরঙ্গের মধ্যেও নিরাপদ একটা মার্গ স্থির করেছ,

[৪] এতে দেখাও যে, তুমি সমস্ত কিছু থেকে ত্রাণ করতে সক্ষম,
যেন অভিজ্ঞতা না থাকলেও একটি মানুষ সমুদ্রপথ ধরতে পারে।
[৫] তুমি তো চাও না যে, তোমার প্রজ্ঞার সমস্ত কর্ম অনুর্বর হবে,
এজন্য মানবকুল ক্ষুদ্র একটা কাঠের উপরেও রাখে নিজের প্রাণের নির্ভর,
এবং ভেলায় করে তরঙ্গমালা পার হয়েও বাঁচে।
[৬] আদিতে, যখন সেই গর্বিত মহাবীরেরা মারা পড়ছিল,
তখনও বিশ্বের আশা একটা ভেলায় আশ্রয় নিয়ে
তোমার হাত দ্বারা চালিত হয়ে বিশ্বের কাছে নবীন প্রজন্মের বীজ রাখল।

[৭] যে কাঠ ন্যায্য কর্মের জন্য ব্যবহৃত, সেই কাঠ ধন্য,
[৮] কিন্তু হাতের কাজের ফল যে মূর্তি ও তার নির্মাতা উভয়েই অভিশপ্ত,
নির্মাতা একারণে অভিশপ্ত যে, সে তা গড়েছে,
মূর্তি একারণে অভিশপ্ত যে, ক্ষয়শীল হলেও তা ঈশ্বর বলে অভিহিত হল।
[৯] কেননা দুর্জন ও তার দুষ্কর্ম, উভয়েই ঈশ্বরের ঘৃণার পাত্র:
[১০] কর্ম ও কর্তা উভয়ে সমান দণ্ডের বস্তু হবে।
[১১] এজন্য বিজাতীয়দের দেবমূর্তিগুলির জন্যও দণ্ড থাকবে,
কেননা ঈশ্বরের সৃষ্টবস্তুর মধ্যে সেগুলি হয়েছে জঘন্য বস্তু,
হয়েছে মানুষদের প্রাণের জন্য পদস্খলন,
হয়েছে নির্বোধদের পায়ে ফাঁস।

মূর্তিপূজার উৎপত্তি

[১২] দেবমূর্তি তৈরি করার প্রথম কল্পনা—তা-ই হল বেশ্যাচারের সূচনা,
সেগুলোর আবিষ্কার—তা-ই জীবনে আনল অবক্ষয়।
[১৩] সেগুলি আদিতেও ছিল না, চিরকালেও থাকবে না।
[১৪] মানুষের অসারতাই সেগুলিকে জগতে আনল,
এজন্য সেগুলির জন্য শীঘ্র পরিণাম নিরূপিত।

[১৫] একটি পিতা, অকাল মৃত্যুশোকে অতিদুঃখিত হয়ে পড়ে ব্যবস্থা করল,
যেন তার সেই অতিশীঘ্রই-কেড়ে নেওয়া সন্তানের একটা মূর্তি তৈরি করা হয়;
এর ফলে সে তাই দেবতা বলে সম্মান জানাল,
কিছুক্ষণ আগে যা ছিল লাশমাত্র,
লোকদের মধ্যে রহস্যময় উপাসনা-রীতি ও ধর্মানুষ্ঠানেরও প্রচলন করল।
[১৬] আর তেমন ভক্তি-বিরুদ্ধ প্রথা দিনের পর দিন সবল হয়ে উঠে
শেষে বিধিরূপেই পালন করা হল!

[১৭] নৃপতিদের হুকুমেও একসময় মূর্তিপূজা করা হত:
দূরে থাকায় তাদের প্রতি ব্যক্তিময় সম্মান দেখাতে পারত না বিধায়

প্রজারা, দূরবর্তী সেই আকৃতির সূক্ষ্ম প্রতিকৃতি অনুসারে,
তাদের সম্মানের বস্তু সেই রাজার দৃশ্য প্রতিমূর্তি তৈরি করল,
যাতে যে অনুপস্থিত, তাকে ঠিক যেন উপস্থিত বলেই উদ্যোগের সঙ্গে
তোষামোদ করতে পারে।
[১৮] এমন জাতি যারা সেই উপাসনা-রীতি সম্বন্ধে কিছুই জানত না,
শিল্পীর উৎসাহই সেই পথে তাদের চালিত করল।
[১৯] কেননা প্রভাবশালীর প্রীতির পাত্র হওয়ার বাসনায়
সেই শিল্পী শিল্পকর্ম দ্বারা তার প্রতিমূর্তি আরও সুন্দর করতে চেষ্টা করল;
[২০] ফলে লোকেরা কিছুক্ষণ আগে যাকে মানুষ বলে সম্মান করত,
শিল্পকর্মের কান্তিতে আকর্ষিত হয়ে তাকে পূজার বস্তু বলে গণ্য করল।
[২১] তেমন প্রথা জীবিতদের পক্ষে ফাঁদ স্বরূপ হয়ে দাঁড়াল,
কারণ লোকেরা দুর্দশা বা স্বৈরশাসনের বন্দি হয়ে প'ড়ে
পাথরকে ও কাঠকে সেই অনির্বচনীয় নামটি আরোপ করল!

মূর্তিপূজার ফল

[২২] ঈশ্বরজ্ঞান বিষয়ে ভ্রষ্ট হওয়া কিন্তু তাদের পক্ষে যথেষ্ট হয়নি,
বস্তুত, অজ্ঞতার মহাযুদ্ধের মধ্যে বাস করলেও,
তারা তেমন মহা মহা অমঙ্গলের নাম শান্তিই রাখে!
[২৩] শিশুঘাতকময় দীক্ষা ও গুপ্ত রহস্যগুলি উদ্‌যাপনে,
কিংবা অদ্ভুত উপাসনা সংক্রান্ত হইচইপূর্ণ ভোজসভা পালনে
[২৪] তারা জীবনকেও শুদ্ধ রাখে না, বিবাহকেও নয়,
এবং একে অপরকে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে হত্যা করে,
কিংবা অপরকে ব্যভিচার দ্বারা ক্লিষ্ট করে।
[২৫] সর্বস্থানে মহা গোলমাল: রক্তপাত ও নরহত্যা, চুরি ও প্রবঞ্চনা,
উৎকোচ, বিশ্বাসঘাতকতা, কোলাহল, শপথভঙ্গন;
[২৬] সৎ লোকদের উপর গোলমাল, উপকারের প্রতি কৃতঘ্নতা,
প্রাণের কলুষ, প্রকৃতি-বিরুদ্ধ পাপ,
বিবাহ-বন্ধনে বিশৃঙ্খলতা, ব্যভিচার ও উচ্ছৃঙ্খল কদাচার।
[২৭] অনামা দেব-দেবীর মূর্তিপূজা:
এ-ই সমস্ত অমঙ্গলের সূচনা, কারণ ও পরিণাম।
[২৮] বস্তুত যারা মূর্তি পূজা করে, তারা হয় হইচইপূর্ণ ভোজসভায় মত্ত হয়,
না হয় মিথ্যা-দৈববাণী দেয়,
না হয় অপকর্মাদেরই যোগ্য জীবন যাপন করে,
না হয় সহজে শপথভঙ্গ করে।
[২৯] কেননা নিষ্প্রাণ বস্তুর উপরে ভরসা রাখায়

তারা শপথভঙ্গ করার ফলে যে দণ্ডিত হবে, তা কল্পনা করে না।
[৩০] কিন্তু এই দ্বিবিধ অপরাধের জন্য ন্যায়বিচার তাদের নাগাল পাবেই,
কারণ মূর্তির প্রতি আসক্ত হওয়ায় তারা ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা বিকৃত করল,
এবং পবিত্রতা অবজ্ঞা করে প্রবঞ্চনার সঙ্গে শপথভঙ্গ করল।
[৩১] কেননা যার দিব্যি দিয়ে তারা শপথ করে, তার পরাক্রম নয়,
কিন্তু পাপীদের প্রাপ্য যে শাস্তি,
তা-ই অসৎ মানুষদের অপরাধের পিছু পিছু নিত্যই চলে।

মূর্তিপূজা থেকে পরিত্রাণ বিশ্বাস দ্বারাই সাধিত

১৫ কিন্তু তুমি, হে আমাদের ঈশ্বর, তুমি তো মঙ্গলময় ও বিশ্বস্ত,
তুমি ধৈর্যশীল, তুমি দয়া অনুসারে সবকিছু শাসন কর।
[২] যদিও পাপ করি, তবু আমরা তোমারই,
যেহেতু তোমার প্রতাপ স্বীকার করি;
কিন্তু পাপ করব না একথা জেনে যে, আমরা তোমারই বলে গণ্য।
[৩] বস্তুত, তোমাকে জানা-ই সিদ্ধ ধর্মময়তা,
তোমার প্রতাপ স্বীকার করা-ই অমরত্বের মূল।
[৪] জঘন্য শিল্পের কোন মানব-আবিষ্কার আমাদের পথভ্রান্ত করেনি,
চিত্রকরের নিষ্ফল পরিশ্রমও নয়—তা তো নানা রঙে বিকৃত প্রতিকৃতিমাত্র,
[৫] যার দৃশ্য নির্বোধের অন্তরে বাসনা জাগায়,
মৃত প্রতিমূর্তির প্রাণহীন রূপের প্রতি আকাঙ্ক্ষাই সৃষ্টি করে।
[৬] তারাই অনিষ্টপ্রেমী ও তেমন অসার প্রত্যাশার যোগ্য,
যারা দেবমূর্তি তৈরি করে, আকাঙ্ক্ষা করে ও পূজা করে।

মূর্তিপূজার অন্য একটা উদাহরণ

[৭] কুমোরের কথা ধর: সে পরিশ্রম করে নরম মাটি মাখে,
আমাদের ব্যবহারের জন্য যত রকম পাত্র গড়ে:
একই ভিজা মাটি দিয়ে
সে এমন পাত্র গড়ে, যা উত্তম ব্যবহারের জন্য স্থিরীকৃত,
এমন পাত্রও গড়ে, যা বিপরীত ব্যবহারে নির্ধারিত—পদ্ধতি এক!
কিন্তু এক একটা পাত্র যে কোন্ ব্যবহারে নিরূপিত,
তা কুমোরই স্থির করে।
[৮] পরে—আহা কী ঘৃণ্য শ্রম!—
একই মাটি থেকে সে অসার দেবমূর্তি গড়ে,
অথচ সে নিজেই অল্পকাল আগেই মাটি থেকে জন্ম নিল
আর অল্পকাল পরে সে, যা থেকে উদ্গত হয়েছে, সেই মাটিতে ফিরে যাবে,
যখন তার কাছ থেকে তার প্রাণের কৈফিয়ত চাওয়া হবে।

[৯] কিন্তু তবুও, তাকে যে মরতে হবে,
কিংবা, তার জীবন যে অল্পকালব্যাপী, তাতে তার কোন দুশ্চিন্তা হয় না ;
এমনকি, স্বর্ণকার ও রুপোকারদের সঙ্গে সে প্রতিযোগিতাই করে
ব্রঞ্জের শিল্পকারদের কাজ অনুকরণ করে ;
অসার বস্তু গড়া—এ তার গর্ব !
[১০] তার হৃদয় ছাইমাত্র, তার আশা মাটির চেয়েও নীচতর,
তার জীবন ভিজা মাটির চেয়েও নগণ্য,
[১১] কারণ যিনি তাকে গড়লেন,
তার অন্তরে ক্রিয়াশীল প্রাণ সঞ্চার করলেন,
তার মধ্যে জীবন্ত আত্মা প্রবিষ্ট করলেন, সে তাঁর ধারণা বিকৃত করেছে।
[১২] আর শুধু তা নয়, আমাদের এই জীবন তার কাছে লীলার ব্যাপারই যেন,
আমাদের জীবনকাল লাভজনক মেলামাত্র।
সে বলে : 'সবকিছু থেকে, অনিষ্ট থেকেও
লাভ বের করা চাই !'
[১৩] সকলের চেয়ে এ-ই ভাল জানে যে, তার কর্ম পাপময়,
কেননা মর্ত মাল দিয়ে পাত্র ও দেবমূর্তি উভয় তৈরি করে।

মিশরীয়দের নির্বুদ্ধিতা মূর্তিপূজায়ই ব্যক্ত

[১৪] কিন্তু তারাই সবচেয়ে নির্বোধ,
তাদেরই অবস্থা শিশুর প্রাণের চেয়েও শোচনীয়,
যারা তোমার জনগণের শত্রু হয়ে তাকে অত্যাচার করল।
[১৫] তারা বিজাতীয়দের সেই দেবমূর্তিগুলি ঈশ্বর বলে গণ্য করল,
দেখবার মত যেগুলির চোখও নেই
নিশ্বাস নেবার মত নাসিকাও নেই,
শুনবার মত কানও নেই,
ছোঁবার মত হাতের আঙুলও নেই,
যেগুলির পা হাঁটতে অক্ষম।
[১৬] একজন মানুষ সেগুলিকে তৈরি করেছে,
ধার করে নেওয়াই যার প্রাণবায়ু, এমন প্রাণীই সেগুলিকে গড়েছে।
কোন মানুষ এমন দেবতাকে গড়তে পারে না, যা তারই সদৃশ ;
[১৭] সে মরণশীল হওয়ায় তার অপকর্মপূর্ণ হাত মরা বস্তুই মাত্র জন্মাতে পারে।
যে বস্তুগুলিকে সে পূজা করে, তাদের চেয়ে সে নিজেই শ্রেষ্ঠ,
সে কমপক্ষে একদিন জীবিতই ছিল, কিন্তু সেগুলি কখনও জীবিত হয়নি।
[১৮] তারা ঘৃণ্যতম এমন পশুদেরও পূজা করে,
যেগুলি নির্বুদ্ধিতা ক্ষেত্রে অন্য পশুদের চেয়েও নীচতর,

[১৯] যেগুলির সৌন্দর্যের লেশমাত্র নেই
—সৌন্দর্যই পশুদের আকর্ষণীয় করতে পারে—
যেগুলি ঈশ্বরের প্রশংসাবাদ ও আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত।

ইস্রায়েলীয়দের জন্য ভারুই পাখি, মিশরীয়দের জন্য বেঙ

১৬ এজন্য তারা যোগ্যরূপেই সেই ধরনের প্রাণী দ্বারা দণ্ডিত হল,
ও অসংখ্য কীট দ্বারা উৎপীড়িত হল।
[২] তেমন শাস্তি না দিয়ে তুমি বরং তোমার জনগণের উপকারই করলে;
তাদের ক্ষুধার প্রবল আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে
তুমি তাদের জন্য অতিরুচিকর খাদ্য—সেই ভারুই পাখি—ব্যবস্থা করলে।
[৩] কেননা খাদ্য বাসনা করলেও, সেই মিশরীয়েরা
তাদের বিরুদ্ধে পাঠানো সেই পশুদের প্রতি বিতৃষ্ণা বোধ ক'রে
তাদের ক্ষুধার সাধারণ আকাঙ্ক্ষাও হারিয়ে ফেলল;
কিন্তু তোমার জনগণ ক্ষণিকের অনাটনের পর
অতিরুচিকর খাদ্য স্বাদ করল।
[৪] এ প্রয়োজন ছিল যে,
সেই বিরোধীদের উপর অপরিহার্য দুর্ভিক্ষ নেমে আসবে,
কিন্তু তোমার জনগণের কাছে এ-ই দেখানো যথেষ্ট ছিল যে,
তাদের শত্রুরা কেমন পীড়ায় ভুগছে।

ব্রঞ্জের সাপ ও মৃত্যুদায়ী পশু

[৫] কেননা পশুদের ভীষণ আক্রোশ যখন তাদের আক্রমণ করল,
তারা যখন সেই পেঁচাল সাপগুলির কামড়ে বিনষ্ট হচ্ছিল,
তখন তোমার ক্রোধ শেষ মাত্রায় ব্যাপ্ত হয়নি।
[৬] সংশোধনের উদ্দেশ্যে তারা ক্ষণিকের মত আঘাতগ্রস্ত হল,
তারা একটা ত্রাণ-পণও পেল, যেন তোমার বিধানের আজ্ঞা স্মরণে রাখে;
[৭] কেননা সেই চিহ্নের দিকে যে কেউ চোখ ফেরাত,
সে যা দেখত তা দ্বারা নয়, বিশ্বত্রাতা সেই তোমারই দ্বারা বরং ত্রাণ পেত।
[৮] এর দ্বারাও তুমি আমাদের শত্রুদের কাছে প্রমাণিত করলে যে,
তুমিই সমস্ত অনিষ্ট থেকে আমাদের নিস্তার কর।
[৯] বস্তুত মিশরীয়েরা পঙ্গপাল ও মাছির কামড়ে মারা পড়ল,
তাদের প্রাণের কোন প্রতিকারও পাওয়া গেল না,
যেহেতু তেমন প্রাণীদের মধ্য দিয়েই তিরস্কার পাবার যোগ্য হল।
[১০] কিন্তু তোমার সন্তানদের উপরে বিষাক্ত সাপের কামড়ও জয়ী হতে পারল না,
কারণ তাদের নিরাময় করতে তোমার দয়াই এসে দাঁড়াল।
[১১] তারা যেন তোমার বাণী মনে রাখে,

সেজন্য দংশিত হলে তাদের সঙ্গে সঙ্গেই নিরাময় করা হত,
পাছে গভীর বিস্মরণ-গর্ভে পতিত হয়ে
তোমার মঙ্গলদানগুলি থেকে বঞ্চিত হয়।
[১২] কোন ঘাস যে তাদের সুস্থ করল এমন নয়; কোন মলম, তাও নয়,
বরং তোমার বাণীই, প্রভু, তাদের সুস্থ করল—সেই যে বাণী সবই নিরাময় করে!
[১৩] কেননা তোমারই তো জীবন ও মৃত্যুর উপর অধিকার আছে,
তুমিই পাতালদ্বারে নামিয়ে দাও, আবার সেখান থেকে তুলে আন।
[১৪] নিজের শঠতায় মানুষ হত্যা করতে পারে,
কিন্তু যার আত্মা গেল, তার সেই আত্মাকে সে ফিরিয়ে আনতে পারে না,
যার প্রাণ পাতালে গ্রহণ করা হল, তার সেই প্রাণকে সে মুক্তি দিতে পারে না।

শিলাবৃষ্টি ও মান্না

[১৫] তোমার হাত এড়ানো সম্ভব নয়:
[১৬] সেই ভক্তিহীনেরা, যারা তোমাকে জানতে অস্বীকার করল,
তারা তোমার বাহুবলেই আঘাতগ্রস্ত হল,
অদ্ভুত জলবর্ষণ ও শিলাবৃষ্টি দ্বারা উৎপীড়িত হল,
মুষলধারায় আপ্লাবিত হল, হল আগুনের গ্রাসের বস্তু।
[১৭] আরও আশ্চর্যের বিষয়! সবকিছু নিভিয়ে দেয় যে জল,
সেই জলে আগুন উত্তরোত্তর জ্বলে উঠত!
কেননা প্রকৃতি ধার্মিকদের মিত্র হয়।
[১৮] এক সময় অগ্নিশিখা নিভে যেত,
যেন ভক্তিহীনদের বিরুদ্ধে পাঠানো পশুদের না পুড়িয়ে ফেলে,
যেন তেমন দৃশ্যে তাদের বোঝাতে পারে যে,
ঈশ্বরের রায়-ই তাদের পিছনে ধাওয়া করছে।
[১৯] অন্য সময় জলের মধ্যেও সেই অগ্নিশিখা
আগুনের প্রতাপের চেয়েও উদ্দীপ্ত হয়ে পুড়ত,
যেন অধর্মের দেশের অঙ্কুর বিনাশ করতে পারে।
[২০] কিন্তু তোমার জনগণের প্রতি তোমার কেমন ব্যবহার!
স্বর্গদূতদের খাদ্য দিয়েই মিটিয়েছ তাদের ক্ষুধা,
স্বর্গ থেকে তাদের অর্পণ করেছ এমন রুটি
বিনা কষ্টে প্রস্তুতই পাওয়া এমন রুটি,
যে রুটি যত তৃপ্তি এনে দিতে পারে, মেটাতে পারে যত রুচি।
[২১] তোমার এই খাদ্য প্রকাশ করত তোমার সন্তানদের প্রতি তোমার মাধুর্য;
যে যে এই খাদ্য খেত, তা ছিল তাদের প্রত্যেকের রুচি অনুযায়ী,
যে যা ইচ্ছা করত, তাতেই এই খাদ্য পরিণত হত।
[২২] তুষার ও বরফ আগুনের সামনেও গলে যেত না,

তোমার জনগণ যেন স্বীকার করতে পারে যে,
আগুন শিলাবৃষ্টির মধ্যে জ্বলন্ত থেকে শত্রুদের যত ফল গ্রাস করছিল,
জলবর্ষণের মধ্যেও সেইসব বিনষ্ট করছিল।
[২৩] কিন্তু ধার্মিকেরা যেন পুষ্ট হতে পারে,
আগুন তার নিজের গুণও ভুলে যাচ্ছিল!

[২৪] তার নির্মাণকর্তা সেই তোমারই প্রতি বাধ্য হয়ে
সৃষ্টি অধার্মিকদের শাস্তি দিতে শক্ত হয়,
কিন্তু তোমার আশ্রিতজনদের উপকার করতে কোমল হয়।
[২৫] এজন্য সৃষ্টি সেসময়েও সবকিছুতে রূপান্তরিত হয়ে
তোমার সর্বপুষ্টিকর বদান্যতার সেবা করছিল—অভাবীর বাসনা অনুসারে;
[২৬] যাদের তুমি ভালবাস, প্রভু, তোমার সেই সন্তানেরা একথা যেন বুঝতে পারে যে,
বিবিধ ফসলই যে মানুষকে পরিপুষ্ট করে এমন নয়,
বরং তোমার বাণীই বাঁচিয়ে রাখে তাদের, যারা তোমাতে বিশ্বাস রাখে।
[২৭] কেননা আগুন যা বিনষ্ট করতে পারেনি,
সূর্যের ক্ষণিকের রশ্মির তাপে তা গলে যেত,
[২৮] যেন একথা জ্ঞাত হয় যে,
তোমাকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য সূর্যের আগেই ওঠা দরকার,
আলোর প্রথম আগমনেই তোমার কাছে প্রার্থনা করা দরকার;
[২৯] কিন্তু কৃতঘ্ন মানুষের প্রত্যাশা শীতকালীন কুয়াশার মত গলে যায়,
এমন জলের মত বয়ে যায়, যা কোন উপকারের নয়।

অন্ধকার ও অগ্নিস্তম্ভ

১৭ হ্যাঁ, তোমার বিচারগুলি সত্যি মহান, বোধগম্য নয়;
এজন্য অদীক্ষিত সকল প্রাণ ভ্রষ্ট হল।
[২] শঠতাপূর্ণ সেই মানুষেরা মনে করছিল,
তারা পবিত্র জনগণের উপর কর্তৃত্ব চালাচ্ছে,
কিন্তু নিজেরাই ছিল অন্ধকারে শৃঙ্খলিত, দীর্ঘ রাত্রির বেড়িতে আবদ্ধ,
নিজেদের ঘরে কারারুদ্ধ, সনাতন যত্ন থেকে বঞ্চিত!
[৩] তারা মনে করছিল, তারা ও তাদের গোপন পাপ লুকিয়ে থাকবে,
অন্ধকারময় বিস্মরণ-গর্ভে আচ্ছাদিত থাকবে,
কিন্তু নিজেরাই হল বিক্ষিপ্ত, ভীষণ আশঙ্কায় আঘাতগ্রস্ত,
সকলেই অপচ্ছায়া দ্বারা আলোড়িত।
[৪] তারা যে গুপ্ত স্থানে ছিল,
তাও আতঙ্ক থেকে তাদের রক্ষা করতে পারেনি,
কিন্তু তাদের চারদিকে ভয়ঙ্কর শব্দ প্রতিধ্বনিত হত,

দুঃখার্ত ও বিষণ্ন মুখের ছায়ামূর্তি দেখা দিত।
৫ কোন আগুনের এমন তেজ ছিল না যে, তাদের আলো দেবে,
জ্যোতিষ্করাজির উজ্জ্বল দীপ্তিও
সেই ঘোর রাত্রিকে আলোকিত করতে সক্ষম ছিল না।
৬ তাদের কাছে কেবল মহা এক হাপর দেখা দিত,
যা আপনা আপনি জ্বলে উঠত, যা ভয়ঙ্কর;
একবার সেই দৃশ্য মিলিয়ে গেলে তারা সন্ত্রাসিত হয়ে,
যা দেখেছিল, তা আরও ভয়ঙ্কর মনে করত।
৭ তেমন দশায় শক্তিহীন ছিল তাদের জাদু-মন্ত্র,
নিজেদের ব'লে যা দাবি করত, তাদের সেই দম্ভপূর্ণ জ্ঞানবুদ্ধিও তাই,
৮ কেননা যারা এমন কথা দিত যে, পীড়িত প্রাণ থেকে যত ভয় ও উদ্বেগ তাড়িয়ে দেবে,
তারা এমন আশঙ্কার ফলে পীড়িত হত, যা হাস্যকর আশঙ্কা!
৯ তাদের সন্ত্রাসিত করার মত ভয়ঙ্কর কিছু না থাকলেও
তারা সেই কীটের দ্রুত গমনে, সেই সরিসৃপের হিস্ হিস্ ধ্বনিতে ভীত হয়ে পড়ত;
তারা ভয়ে কম্পিত হয়ে মারা পড়ত,
সেই শূন্য হাওয়ার দিকেও তাকাতে অস্বীকার করত, যা এমনিও এড়ানো সম্ভব নয়।
১০ ধূর্ততা নিজের ভীরুতার সাক্ষী, তাতে নিজেই নিজেকে দণ্ডিত করে,
বিবেকের চাপে তা সর্বদাই ধরে নেয়, অনিষ্টতর কিছু ঘটবে।
১১ বস্তুত ভয় আর কিছু নয়,
কেবল সুবুদ্ধির দেওয়া সাহায্য অস্বীকার করা;
১২ নিজের অন্তরে তুমি তেমন সাহায্যের উপর যত কম নির্ভর কর,
তোমার নিজের পীড়নের কারণ না জানা-ই তত বিপদাশঙ্কায় পূর্ণ।
১৩ কিন্তু এমন রাত্রিকালে যা সত্যি প্রভাববিহীন,
—যেহেতু প্রভাববিহীন পাতালের অগম্য গভীরতা থেকেই নির্গত সেই রাত্রি—
তারা একই নিদ্রায় মগ্ন হয়ে
১৪ ভয়াবহ ছায়ামূর্তি দ্বারা তাড়িত ছিল,
আবার ছিল প্রাণের হতাশায় অসাড়;
কারণ আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত সন্ত্রাস ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের উপর।

১৫ তাই যে কেউ সেখানে পড়ত,
সেইখানে, অর্গলবিহীন সেই কারাবাসে সে রুদ্ধ হয়ে থাকত।
১৬ হোক কৃষক, হোক রাখাল,
হোক এমন মজুর, যে নির্জন স্থানে কাজে ব্যস্ত,
সে ধরাই পড়ত, সেই অনিবার্য নিয়তি ভোগ করত,
কেননা সকলেই ছিল তমসার একই শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত।

[১৭] হাওয়া-বাতাসের শিস,
ঘন ঘন শাখার মধ্যে পাখিদের মধুর কলরব,
বেগমান জলপ্রবাহের মর্মর,
পতনশীল শৈলের তীব্র কোলাহল,
[১৮] উন্মত্ত পশুর অদৃশ্য দৌড়,
হিংস্রতম বন্যজন্তুর গর্জন,
পর্বতমালার ফাটল থেকে নির্গত প্রতিধ্বনি,
সবই তাদের অসাড় করত, সবই তাদের আতঙ্কিত করত।
[১৯] কারণ সারা বিশ্ব ছিল উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত,
প্রত্যেকে ছিল নির্বিঘ্ন, নিজ নিজ কাজে রত ;
[২০] কেবল তাদের উপরেই বিস্তৃত ছিল এক গভীর রাত,
তা সেই অন্ধকারের পূর্বচিহ্ন, যা তাদের আচ্ছন্ন করার কথা।
কিন্তু অন্ধকারের চেয়ে ভারী ছিল সেই বোঝা,
তারা নিজেরা নিজেদের জন্য যে বোঝা ছিল।

১৮ [১] তোমার পুণ্যজনদের জন্য উজ্জ্বলতম এক আলো জ্বলছিল ;
সেই মিশরীয়েরা তাদের কণ্ঠস্বর শুনে কিন্তু তাদের না দেখতে পেয়ে
ওদের ভাগ্যবান বলছিল,—ওরা যে তাদের মত পীড়া ভোগ করেনি ;
[২] এমনকি ওদের প্রতি কৃতজ্ঞও ছিল,—ওরা প্রথম অত্যাচারিত হয়েও
তাদের কোন ক্ষতি করছিল না ;
তারা যে ওদের শত্রু হয়েছিল, এজন্য ওদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছিল।
[৩] অন্ধকারের চেয়ে তুমি তোমার সন্তানদের দিলে একটি অগ্নিস্তম্ভ,
তা যেন অজানা যাত্রাপথে তাদের দিশারী হয়,
তাদের গৌরবময় প্রস্থানে যেন অনপকারী সূর্য স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।
[৪] যাদের দ্বারা বিধানের অক্ষয়শীল আলো জগতের কাছে মঞ্জুর করার কথা,
তোমার সেই সন্তানদের যারা কারাগারে রুদ্ধ করে রেখেছিল,
তারা আলো-বঞ্চিত হতে ও অন্ধকারে বন্দি হতে সত্যিই যোগ্য ছিল !

দুঃখের রাত ও মুক্তির রাত

[৫] তারা তো পুণ্যজনদের নবজাত শিশুদের হত্যা করতে স্থির করেছিল,
—ফেলে রাখা হয়েছিল যাদের, তাদের মধ্য থেকে কেবল একজন
শিশুই ত্রাণ পেয়েছিল !—
তাই শাস্তি স্বরূপ তুমি তাদের সন্তানদের বিপুল সংখ্যা মুছে দিলে,
প্রবল জলরাশির মধ্যে তাদের সকলের বিনাশ ঘটালে।
[৬] সেই রাতটি আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে পূর্বঘোষিত হয়েছিল,
কেমন প্রতিশ্রুতিতে তারা বিশ্বাস রাখছিল,

তা জেনে তারা যেন নিরাপদে আনন্দ করতে পারে।
[৭] তাই তোমার জনগণের প্রত্যাশা এ ছিল,
ধার্মিকদের পরিত্রাণ ও শত্রুদের সংহার।
[৮] আর আসলে তুমি বিরোধীদের উপর যেমন প্রতিশোধ নিলে,
তোমার কাছে আমাদের আহ্বান করায়
আমাদের তেমনি গৌরবান্বিত করলে।
[৯] সৎলোকদের পুণ্যময় সন্তানেরা আড়ালে যজ্ঞবলি উৎসর্গ করল,
এবং একমত হয়ে এ দিব্য নিয়ম প্রচলন করল যে,
পুণ্যজনেরা মঙ্গল-অমঙ্গল সবকিছুরই একইভাবে সহভাগী হবে;
আর সঙ্গে সঙ্গে তারা পিতৃপুরুষদের স্তুতিবন্দনা গেয়ে উঠল।
[১০] শত্রুদের এলোমেলো চিৎকারের স্বরধ্বনি আসছিল,
যারা আপন সন্তানদের উপর কাঁদছিল,
ছড়িয়ে পড়ছিল তাদের বিলাপের সুর।
[১১] একই দণ্ড দাস মনিব দু'জনকেই আঘাত করেছিল,
রাজা প্রজা উভয়েই একই দুর্দশায় ভুগছিল।
[১২] একই মৃত্যুতে আঘাতগ্রস্ত অগণিত মৃতলোক ছিল সবারই ঘরে,
তাদের সমাধি দিতে জীবিতেরা আর যথেষ্ট ছিল না,
কারণ এক আঘাতেই বিনষ্ট হয়েছিল তাদের বংশের সবচেয়ে উত্তম ফল।
[১৩] তাদের মন্ত্রতন্ত্রের কারণে যারা অবিশ্বাসী হয়ে থেকেছিল,
তাদের প্রথমজাতদের মৃত্যুর সামনে তারা তখন একথা স্বীকার করল যে,
এই জাতি সত্যি ঈশ্বরের সন্তান।
[১৪] সবকিছুর উপরে তখন গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে,
রজনী তখন অর্ধপথ পেরিয়ে যাচ্ছে,
[১৫] এমন সময় তোমার সর্বশক্তিমান বাণী স্বর্গ থেকে রাজাসন ছেড়ে
সেই বিনাশ-ভূমির মধ্যে নির্মম বীরের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল,
শাণিত খড়্গরূপে সঙ্গে করে আনছিল তোমার আপন চূড়ান্ত আদেশ।
[১৬] তখন উঠে দাঁড়িয়ে সবকিছুই মৃত্যুতে পরিপূর্ণ করল;
সেই বাণী গগনস্পর্শী ছিল, আবার পৃথিবীতে হেঁটে বেড়াচ্ছিল।
[১৭] তখন ভয়ঙ্কর স্বপ্নের নানা আকস্মিক ছায়ামূর্তি তাদের আতঙ্কিত করল,
অচিন্তনীয় আশঙ্কা-ভয় তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।
[১৮] আধমরা অবস্থায় এখানে সেখানে পড়তে পড়তে
তারা দেখাচ্ছিল তাদের নিজ নিজ মৃত্যুর কারণ,
[১৯] কেননা ভয়ঙ্কর তাদের সেই স্বপ্নগুলি আগে থেকে তাদের সতর্ক করেছিল,
যেন তারা না মরে নিজ নিজ যন্ত্রণার কারণ না জেনে।

প্রান্তরে আরোনের মহাকাজ

[২০] মৃত্যুর অভিজ্ঞতা কিন্তু ধার্মিকদেরও স্পর্শ করল,
বস্তুত মরুপ্রান্তরে বহুজনেরই মহাসংহার হল ;
কিন্তু ক্রোধ বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না,
[২১] কেননা অনিন্দ্য এক মানুষ
তাদের পক্ষে মিনতি জানাবার জন্য তৎপর হয়ে
আপন সেবাকাজের অস্ত্রস্বরূপ প্রার্থনা তুলে নিল,
এবং সেই সঙ্গে প্রায়শ্চিত্তকারী ধূপস্বরূপ মিনতিও অর্পণ করল,
ক্রোধ প্রতিরোধ করল, দুর্বিপাকের শেষ ঘটাল,
এতে সে দেখাল যে, সে তোমার আপন সেবক।
[২২] সে ঐশ ক্ষোভের উপর জয়ী হল, কিন্তু দৈহিক শক্তিতে নয়,
অস্ত্রের বলেও নয় ;
বরং বাণী দ্বারাই সে শাস্তিদানকারীকে প্রশমিত করল,
পিতৃগণের কাছে দেওয়া শপথ ও নানা সন্ধি তাঁকে স্মরণ করায়ই তেমনটি করল।
[২৩] মৃতেরা একে অপরের উপরে রাশি রাশি হয়ে পড়ে ছিল,
এমন সময় সেই অনিন্দ্য মানুষ তাদের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে ঐশ ক্রোধ থামাল,
জীবিতদের কাছে তার যাওয়ার পথ ছিন্ন করল।
[২৪] কেননা সারা বিশ্ব ছিল তার দীর্ঘ পোশাকে,
বহুমূল্য মণির চার শ্রেণিতে খোদাই করা ছিল পিতৃগণের গৌরবময় নাম,
এবং তার মাথার কিরীটে তোমার মহত্ত্ব।
[২৫] তেমন কিছুর সামনে থেকে বিনাশক পিছটান দিল, তাতে ভীত হল।
বস্তুত ক্রোধের এই একমাত্র প্রমাণই যথেষ্ট ছিল।

লোহিত সাগর পার

১৯ ভক্তিহীনদের উপরে নির্মম রোষ শেষ পর্যন্ত নেমে পড়ল,
কেননা ঈশ্বর আগে থেকেই জানতেন তাদের ভাবী কাজ,
[২] হ্যাঁ, তিনি জানতেন যে, তাঁর আপন জনগণকে যেতে দিয়ে,
এমনকি, তাদের চলে যাওয়াটা যেন শীঘ্রই ঘটে, তাও চেষ্টা ক'রে
তারা মন পাল্টিয়ে তাদের পিছনে ধাওয়া করবে।
[৩] বস্তুত তারা তখনও মৃত্যুশোকে ব্যস্ত আছে,
তখনও নিজেদের মৃতজনদের কবরের উপর চোখের জল ফেলছে,
এমন সময় আর একটা নির্বোধ সিদ্ধান্ত নিল,
হ্যাঁ, তারা যাদের চলে যেতে অনুরোধ করেছিল,
পলাতক রূপে তাদের পিছনে ধাওয়া করল।
[৪] তেমন চরম অবস্থায় তাদের যোগ্য ভাগ্যই তাদের চালিত করছিল,

ফলে তারা যা ঘটেছিল সবই ভুলে গেল,
যাতে তাদের পীড়ার যা কিছু তখনও বাকি ছিল,
তা যেন তারা পূর্ণ মাত্রায় ভরে তোলে,
৫ আর তোমার জনগণ অসাধারণ সেই যাত্রায় পা দিতে দিতে,
তারা যেন এক বিশেষ ধরনের মৃত্যুর সম্মুখীন হয়।
৬ কেননা সমগ্র সৃষ্টি তোমার আজ্ঞাগুলিতে বাধ্য হয়ে
তার নিজের স্বরূপটির নতুন এক রূপ আবার ধারণ করছিল,
যেন তোমার সন্তানেরা নিরাপদে রেহাই পায়।
৭ শিবিরের উপরে ছায়া ছড়াতে মেঘটি ছিল,
আগে যেখানে জল ছিল, সেখানে এখন শুষ্ক মাটি ভেসে উঠছিল,
লোহিত সাগরে বাধামুক্ত একটা পথ উন্মুক্ত হল,
প্রচণ্ড তরঙ্গের স্থানে দেখা দিল সবুজ সমতল ভূমি;
৮ তেমন আশ্চর্যময় অলৌকিক লক্ষণ বিস্ময়ের চোখে দেখতে দেখতে
তোমার হাত দ্বারা আশ্রিত হয়ে গোটা জনগণ পার হল।
৯ চরে বেড়ায় এমন ঘোড়ার দলের মত,
আনন্দে লাফায় এমন মেষশিশুদের মত
তারা তোমার প্রশংসাগান করছিল, প্রভু,—তুমি যে তাদের নিস্তারকর্তা।
১০ কেননা তাদের নির্বাসনের ঘটনাগুলি তখনও তাদের স্মরণে ছিল:
সেই মাটি, যা পশুদের পরিবর্তে মশা উৎপন্ন করেছিল,
সেই নদী, যা মাছের পরিবর্তে কোটি কোটি বেঙ উদ্গিরণ করেছিল।
১১ পরে তারা পাখিদের নতুন প্রকার প্রজন্মও দেখতে পেল,
যখন ক্ষুধার জ্বালায় রুচিকর খাদ্য দাবি করল;
১২ আর আসলে তাদের তৃপ্ত করার জন্য সমুদ্র থেকে ভারুই পাখি উঠে এল।

মিশর সদোমের চেয়েও দোষী

১৩ কিন্তু পাপীদের উপরে নানা শাস্তি নেমে পড়ল,
—তাদের সতর্ক করার জন্য
কোলাহলপূর্ণ বিদ্যুৎ-ঝলকও পূর্বলক্ষণ রূপে ঘটেছিল;
তাদের অপকর্মের ফলে তারা যোগ্য যন্ত্রণা ভোগ করল,
বিদেশী মানুষদের প্রতি তারা যে পোষণ করেছিল এত তিক্ত ঘৃণা!
১৪ বস্তুত অন্য কেউ অচেনা অতিথিকে সাদরে গ্রহণ করেনি,
কিন্তু এই মিশরীয়েরা উপকারী অতিথিদেরই ক্রীতদাস করল।
১৫ আরও, সেই পাপীদের জন্য অবশ্য দণ্ড থাকবে,
যেহেতু শত্রুভাবে বিদেশীদের গ্রহণ করল;
১৬ কিন্তু সেই মিশরীয়েরা, তাদেরই অভ্যর্থনা জানিয়ে

যারা তাদের একই অধিকারের অংশীদার ছিল,
পরবর্তীকালে কঠোরতম কর্ম তাদের উপর চাপিয়ে দিল।
[১৭] এজন্য তারা অন্ধতায় আঘাতগ্রস্ত হল,
ধার্মিকের দুয়ারপ্রান্তে সেই পাপীদের মত,
যখন ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে
প্রত্যেকে খোঁজ করছিল নিজ নিজ দরজার প্রবেশপথ।

প্রকৃতিতে বিদ্যমান নবীন মিল

[১৮] তখন পদার্থের নতুন বিধান দেখা দিল,
বীণায় যেমন সুর রাগের পরদা নিত্য রক্ষা করেও
নানা তালে অবলম্বন করে।
ঘটনাবলির প্রতি সূক্ষ্ম মনোযোগ দিলে
বলা যায় যে, তখন ঠিক তাই ঘটল :
[১৯] স্থলভূমির পশু জলচর হল,
জলজন্তু স্থলভূমিতে উঠল,
[২০] আগুন জলে আরও প্রতাপশালী হল,
জল ভুলে গেল আগুন নিভিয়ে দেওয়ার গুণ,
[২১] অগ্নিশিখা নিজের মধ্যে চলন্ত ক্ষুদ্র প্রাণীর মাংস ক্ষয় করল না,
সেই স্বর্গীয় খাদ্যও গলাল না,
যা ছিল কুয়াশার মত দেখতে, ফলে যা সহজে গলিত হতে পারত।

উপসংহার

[২২] প্রভু, সর্বতভাবেই তুমি তোমার আপন জাতিকে মহিমান্বিত ও গৌরবমণ্ডিত করেছ,
সর্বকালে সর্বস্থানে তাদের সহায়তা করায় কখনও অবহেলা করনি।